হজের সময় ফিলিস্তিন নিয়ে 'রাজনৈতিক স্লোগান' নিষিদ্ধ আরবে

সারে-জমিন

ভুয়ো নিয়োগপত্রে চাকরি করতে এসে বিপাকে

রূপসী বাংলা

দেশজুড়ে ভোটাররা বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা কিছুই

সম্পাদকীয়

গরমে প্রথম দিনে স্কুলে উপস্থিতির হার খুব কম

সাধারণ

পাকিস্তানের পর ইংল্যান্ডও বিপদে, স্কটল্যান্ডের বড় জয়

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
১১ জুন, ২০২৪
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
৪ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 158 ■ Daily APONZONE ■ 11 June 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

আন্দোলনকারী কৃষক নেতাদের কাছে মমতার পাঁচ সাংসদ প্রতিনিধি

আপনজন ডেস্ক: তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদদের পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের (এমএসপি) আইনি গ্যারান্টি সহ কৃষকদের দাবিতে আন্দোলনরত কৃষকদের সাথে সোমবার হরিয়ানায় দেখা করলেন। হরিয়ানায় ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের দাবিতে আন্দোলনকারী কৃষকদের পাশে থাকার বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনের নেতৃত্বে মহম্মদ নাদিমুল হক, দোলা সেন, সাগরিকা ঘোষ এবং সাকেত গোখলেকে নিয়ে গঠিত পাঁচ সদস্যের দলটি হরিয়ানা ও পাঞ্জাব সীমান্তে খানৌরির কাছে আন্দোলনকারী কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন। সেখানেই আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আসন্ন লোকসভার অধিবেশনে তাঁর দলের সাংসদরা কৃষকদের দাবি তুলে ধরবেন বলে আশ্বাস দেন তিনি। এদিন ডেরেকের ফোন থেকে সরাসরি কৃষকদের পাশে থাকার বার্তা দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী । কৃষক নেতা জগজিৎ সিং দালেওয়ালের মমতার সঙ্গে কথা হয়। সেখানেই তিনি এই আন্দোলনের পাশে থাকার বার্তা দেন। মমতা বলেন,

আমি জানি আপনাদের উপর অত্যাচার হয়েছে। আপনারা আপনাদের বন্ধুদের হারিয়েছেন। আপনাদের ট্রাক্টর নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি দিল্লি পর্যন্ত যাওয়া হয়নি। আমি আমাদের এমপিদের এই কারণেই পাঠিয়েছি। এই মুহূর্তে সংসদে আমাদের ৪২ জন সাংসদ আছে। আপনাদের দাবির পক্ষে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে চাই। আপনারা আন্দোলন জারি রাখুন। এ সরকার নড়বড়ে সরকার। গড়বড়ের সরকার। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন জারি রাখুন। প্রয়োজন হলে আমি নিজে যাব। অন্যদিকে তৃণমূলের প্রতিনিধিদল পাঠানোর জন্য তৃণমূল নেত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান কৃষকরা। কৃষক নেতা জগজিৎ সিং দালেওয়াল বলেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য। আমরাও ভাবছিলাম আপনার কাছে আমাদের দাবিপত্র পাঠাব । আজ এখানে আসা সাংসদদের আমি ঘটনাস্থল ঘুরিয়ে দেখিয়েছি যেখানে আমাদের এক যুবা বন্ধু শহীদ হয়েছেন।

মোদির নতুন ভারত: স্বাধীনতার পর প্রথম মুসলিমমুক্ত মন্ত্রিসভা

আপনজন ডেস্ক: ভারতের নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বন্টন হয়েছে। এবারও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাবেন অমিত শাহ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবারও থাকছে রাজনাথ সিংয়ের হাতে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এস জয়শঙ্করের ওপরই আবারও আস্থা রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গুরুত্বপূর্ণ এই তিন মন্ত্রকের মতো দেশটির অর্থমন্ত্রীর পদেও পরিবর্তন আসেনি। নতুন সরকারেও অর্থ মন্ত্রক সামলাবেন নির্মলা সীতারমন।

রবিবার সন্ধ্যার পর নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে টানা তৃতীয় মেয়াদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদি। এবার লোকসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়া বিজেপিকে গঠন করতে হয়েছে জোট সরকার। এনডিএ জোটের শরিক দলগুলোকে মন্ত্রিসভায় পদ দিতে হয়েছে তাঁকে।

তবে, এবারের মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভারতের স্বাধীনতা-উত্তর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে শপথ নেওয়া মন্ত্রী পরিষদে মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই প্রথম

কোনেও মুসলিম সাংসদ মোদি মন্ত্রিসভায় শপথ নেননি।

রবিবার বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদি ভারতের ১৫তম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করে ইতিহাস তৈরি করেন। টানা তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। জওহরলাল নেহরুর পর তিনিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি টানা তিন মেয়াদে কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্ব দেন।

এবার সেই নেতৃত্বে ঠাঁই পেল না কোনও মুসলিম সদস্য।

মোদি মন্ত্রিসভার শেষ মুসলিম সাংসদ ছিলেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নকভি। নকভি ২০২২ সালে রাজ্যসভায় পুনরায় নির্বাচন না করার কারণে আসনটি খালি পড়ে রয়েছে। ২০১৪ সালে নাজমা হেপাতুল্লাহ মোদি সরকারের প্রথম মেয়াদে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। ২০১৯ মুখতার আব্বাস নকভি শপথ নেন এবং তিনি সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রীও হন। ১৯৯৯ সালে, অটল বিহারী বাজপেয়ীর মন্ত্রিসভায় দুই মুসলিম মন্ত্রী ছিলেন। তারা হলেন শাহনওয়াজ হুসেন এবং ওমর আবদুল্লাহ। ১৯৯৮ সালে, নকভিকে বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদি ছাড়াও, এবার ৭১ জন শপথ নেওয়া মন্ত্রীর মধ্যে ৩০ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, পাঁচজন স্বাধীন দায়িত্ব পালন করবেন এবং ৩৬ জন প্রতিমন্ত্রী হবেন, যাদের কেউই মুসলিম সম্প্রদায়ের নয়। তবে এবার ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রচুর মুসলিম প্রতিনিধি দেখা যাবে, বেশিরভাগই বিজেপি বিরোধী দলের হয়ে সংসদে বসবেন। ইন্ডিয়া জোট থেকে ২১ জন সহ ২৪ জন মুসলিম প্রার্থী সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। ইন্ডিয়া জোটের বাইরে মুসলিম সাংসদরা হলেন মজলিশে ইত্তেহাদ-ই-মুসলিমিনের সভাপতি আসাদউদ্দিন ওয়াইসি, এবং দুই নির্দল সাংসদ লাদাখ থেকে ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ ও মুহাম্মদ হানিফা জম্মু ও কাশ্মীর থেকে। একইভাবে, কোনো নির্বাচিত শিখ বা খ্রিস্টান সাংসদ নেই। তবে, অনির্বাচিত শিখ এবং খ্রিস্টান এমপি, রনিত সিং বাট্টো এবং জর্জ কুরিয়েন মোদি মন্ত্রিসভায় প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। পাঞ্জাব কংগ্রেসের প্রধান অমরিন্দর রাজা সিং ওয়ারিংয়ের কাছে বাট্টো হেরে গেলেও, করিন বিজেপির সঙ্গে আছেন । দুজনেই শপথ নিয়েছেন এবং মন্ত্রিত্বের প্রস্তাবও পেয়েছেন। উল্লেখ্য, বিট্টু হলেন পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিনত সিংয়ের নাতি, যিনি খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হন। রনিত সিং বিট্টু আগে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিন্তু এ বছর বিজেপিতে যোগ দেন জোট শরিক হিসেবে বিহারের লোক জনশক্তি দলের (রাম বিলাস) প্রেসিডেন্ট চিরাগ পাসওয়ান পেয়েছেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের দায়িত্ব। অভিনেতা থেকে রাজনীতিতে আসা চিরাগ পাসওয়ান (৪১) এবারই প্রথম ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন।

আরেক জোট শরিক বিহারের হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা-সেক্যুলার (এইচএম-এস) দলের প্রতিষ্ঠাতা জিতেন রাম মাঞ্জিকে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রকের মন্ত্রী করা হয়েছে। নরেন্দ্র মোদির এবার সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন জনতা দল (ইউনাইটেড) জেডি-ইউ নেতা রাজীব রঞ্জন সিংকে (লালন সিং) পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রক এবং মৎস্য, পশু পালন ও ডেইরি মন্ত্রকের মন্ত্রী করা হয়েছে।

বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা স্বাস্থ্য মন্ত্রক সামলাবেন। নতুন সরকারেও সড়ক পরিবহন মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলাবেন নীতীন গড়করি। এবার এখানে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন অজয় তামতা ও হর্ষ মালহোত্রা। কৃষি ও কৃষককল্যাণ মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছেন শিবরাজ সিং চৌহান। পর্যটন ও সংস্কৃতি দুই মন্ত্রকের মন্ত্রী হয়েছেন গাজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, অশ্বিনী বৈষ্ণ পেয়েছেন রেলওয়ে, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক এবং ইলেকট্রনিকস ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের দায়িত্ব, বেসামরিক বিমান পরিবহনমন্ত্রী হয়েছেন কিনজারাপু রামমোহন নাইডু, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী হয়েছেন অন্নপূর্ণা দেবী।

নগরোন্নয়ন মন্ত্রক ও বিদ্যুৎ মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মনোহর লাল খাট্টারকে, ভারী শিল্প এবং ইস্পাত মন্ত্রকের মন্ত্রী এইচ ডি কুমারাস্বামী, পীযূষ গয়াল বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী, ধর্মেন্দ্র প্রধান শিক্ষামন্ত্রী, সর্বানন্দ সোনোয়াল বন্দর, জাহাজ ও নৌপথ মন্ত্রক, সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বীরেন্দ্র কুমারকে, প্রহ্লাদ যোশী খাদ্য এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি মন্ত্রণলালয়ের দায়িত্বে, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীবিষয়ক মন্ত্রকের মন্ত্রী জুয়াল ওরাম, গিরিরাজ সিং বস্ত্র মন্ত্রী, জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া টেলিকম মন্ত্রক, ভুপেন্দর যাদব পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক, কিরেন রিজিজুকে সংসদবিষয়ক মন্ত্রক এবং সংখ্যালঘুবিষয়ক মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া হরদীপ সিং পুরি পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী, মানসুখ মান্দাভিয়া যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের মন্ত্রী, জি কিষান রেড্ডি কয়লা মন্ত্রক ও খনি মন্ত্রকের মন্ত্রী এবং সি আর পাতিল জল সম্পদ মন্ত্রকের মন্ত্রী হয়েছেন।

প্রথম নজর

মালগাড়ির উপরে উঠে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ফরাক্কা

আপনজন: মালগাড়ির রেলের বগির ওপরে উঠে ইলেকট্রিকের তাঁর ছুঁয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের। রেলের লাইনের ইলেকট্রিক তারে নিজেকে তড়িদাহত করার চেষ্টা এক যুবকের। অবশেষে আরপিএফের প্রচেষ্টায় প্রাণে বাঁচলো ওই যুবক। তাঁর নাম আকাশ পেগু। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের নিউ ফরাক্কা রেল ষ্টেশনে। জানা গিয়েছে, আকাশ পেগু আসামের বাসিন্দা। সোমবার সকালে নিউ ফরাক্কা রেল ষ্টেশনে এসে ট্রেনের ওপরে চেপে ইলেকট্রিক তারে বিদ্যুৎ সংযোগ করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তৎক্ষণাৎ আরপিএফের নজরে এলেই রেল লাইনের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। আর তারপরেই আকাশ পেগুকে আরপিএফ উদ্ধার করে এবং তাকে নিজেদের হেফাজতে রাখা হয়। আরপিএফ সুত্রে জানা গিয়েছে, তার বাড়ি অসম রাজ্যে। কাজের সূত্রে কেরালা গিয়েছিল। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে ফরাক্কায় নেমে এঘটনাটি ঘটাতে যায় বলে জানা যায়। যদিও তার জীবন রক্ষা পেয়েছে। ওই যুবকের কাউন্সিলিং চলছে বলেও জানা গিয়েছে।

ভাগীরথীতে অজ্ঞাত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ভাগীরথী নদী থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির পঁচাগলা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ মুর্শিদাবাদ থানার অন্তর্গত ডাহাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খোশবাগ ফরাজিপাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, কয়েকজন নদীর ধার দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পান জলের ধারে ঘাসের মধ্যে এক ব্যক্তির পচা গলা দেহ ভাসছে। খবর দেওয়া হয় মুর্শিদাবাদ থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। সোমবার রাত পর্যন্ত ওই মৃতদেহের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বর্ষার আগেই গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধের কাজ শুরু জোরকদমে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: বর্ষার আগেই গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ শুরু। সোমবার সকাল নাগাদ ভাঙ্গন দপ্তরের মহুকুমা আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সামসেরগঞ্জের লোহরপুর মাদ্রাসা ঘাটে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু হয়। সিকদারপুর, চাচন্ড, লোহরপুর এলাকার প্রায় ১ হাজার মিটার কাজের সূচনা পর্বে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সদস্য তহমিনা বিবি, প্রতিনিধি মাষ্টার মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মোহাম্মদ তাসিরউদ্দিন, পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মইমুর শেখ, সদস্য রফিকুল আলম, চাচন্ড পঞ্চায়েতের প্রধান প্রতিনিধি গোলাপ হোসেন, প্রতাপগঞ্জ পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিনিধি মোহাম্মদ রফিক সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। উল্লেখ্য, গত বছর সামসেরগঞ্জের উত্তর চাচন্ড সহ বিভিন্ন গ্রামে গঙ্গা ভাঙ্গন হয়। ভাঙনের জেরে তলিয়ে যায় বেশ কয়েকটি বাড়িঘর, কৃষিজমি। ঘন বসতি পূর্ণ এলাকায় ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ অবিলম্বে শুরু করার জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি জানিয়েছিলেন। ঠিক তারপরেই শুরু হলো কাজ। এদিকে কাজ শুরু হলেও কাজের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জন প্রতিনিধিরা। বালির বস্তায় পর্যাপ্ত বালি থাকছে না বলেও অভিযোগ করেন তারা। ভাঙ্গন প্রতিরোধ দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও কম বালি নিয়ে আসা বস্তা সহ নৌকা ফেরত পাঠানোর পরেই আবারও স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

মেয়েদের হিজাব পরার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া উচিত নয়: এসআইও

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● কলকাতা

আপনজন: সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান - এলজেডি আইন কলেজের একজন মুসলিম অধ্যাপিকা হিজাব পরার জন্য হয়রানির শিকার হন। অধ্যাপিকা সানজিদা কাদিরকে কলেজ কর্তৃপক্ষ শ্রেণীকক্ষে হিজাব পরতে নিষেধ করেন।

সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা উল্লেখ থাকলেও কলেজের হিজাব বিরোধী নীতির কারণে সেই অধ্যাপিকাকে হিজাব পরিধানে বাধা দেওয়া হয়, যার ফলে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। শুধু এই অধ্যাপিকাই নন, এমনকি ঐ কলেজের কিছু ছাত্রীও হিজাব পরার জন্য অনুরূপ হয়রানির শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যেখানে কলেজের ড্রেস কোড সাদা ওড়না অনুমতি দিয়েছে সেখানে সাদা রঙের হিজাব পরার জন্য বাঁধা কেন দেওয়া হচ্ছে? এই বৈষম্য ভারতীয় সংবিধানের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের মূল্যবোধের পরিপন্থী।

এঘটনায় সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সাইদ মামুন বলেন, "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের বৈষম্য সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী, আমরা এসব কর্মকাণ্ডের

তীব্র নিন্দা জানাই। অবিলম্বে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে কলেজ কর্তৃপক্ষকে বিচারের আওতায় আনতে হবে। সেই সাথে অধ্যাপিকা সানজিদা কাদিরের চাকরি পুনর্বহাল করা সহ সমস্ত মুসলিম ছাত্রীদের পড়াশোনায় কোন বিরূপ প্রভাব যাতে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে হবে শিক্ষা দফতরকে।

ন্যায় ও সাম্যের জন্য তাঁদের এই লড়াইয়ে যোগদান করার জন্য আমরা সকলকে - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী সংস্থা এবং সুশীল সমাজের প্রতি আহ্বান জানাই। এছাড়াও তিনি বলেন যে বিগত দিনেও হিজাব নিয়ে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে মুসলিম মহিলা ও ছাত্রীদেরকে, ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য সরকারকে সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান।

ভুয়ো নিয়োগপত্রে চাকরিতে যোগ দিতে এসে বিপাকে এক মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: স্বাস্থ্য দফতরের অস্থায়ী পদের ভুয়ো নিয়োগ পত্র নিয়ে চাকরিতে যোগ দিতে এসে বিপাকে পড়লেন এক মহিলা চাকরি প্রার্থী। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কাছে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য ওই নিয়োগপত্র দেখাতে গেলে সন্দেহ হয় কর্তৃপক্ষের। ভূয়ো নিয়োগ পত্র নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরে কাজে যোগ দিতে এসেছে বলে জানান সিএমওএইচ সৌম্য শঙ্কর ষরঙ্গী।

মেদিনীপুর শহরের বিধান নগরের এক বাসিন্দা কৌশিক ঘোষ নামে এক ব্যক্তি ওই নিয়োগপত্র ওই মহিলাকে দিয়েছিল এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে বলে জানতে পারে স্বাস্থ্য দপ্তর। পুরো বিষয়টি কোতোয়ালি থানায় জানিয়েছেন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে আধিকারিক। উল্লেখ্য, সোমবার সকালে আনন্দপুরের বাসিন্দা ওই মহিলা নিয়োগপত্র নিয়ে কাজী যোগ দিতে যায় কেশপুরের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। গোটা বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ হয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীদের। তৎক্ষণাৎ ওই মহিলাকে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন কেশপুরের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধিকারিকরা। সেইমত ওই মহিলা জেলার মুখ্য শস্য আধিকারিক এর দপ্তরে এলে প্রকাশ্যে আসে পুরো বিষয়টি।জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্য দপ্তরের ভুয়া নিয়োগপত্র নিয়ে এর আগেও চাকরিতে যোগ দিতে আসেন কয়েকজন। সেক্ষেত্রেও মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এবার একইভাবে ভুয়ো নিয়োগপত্র প্রকাশ্যে আসায় পুলিশের দ্বারস্থ হচ্ছেন জেলার মুখ্য-স্বাস্থ্য আধিকারিক। এই ঘটনায় বড় কোনো চক্রের যোগ থাকতে পারে বলেও মনে করছেন সিএমওএইচ। প্রাথমিকভাবে যে মহিলার কাজে যোগ দিতে এসেছিলেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। ঘটনা কি ঘিরে শোরগোল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্দরে। এই চক্রে আর কারা যুক্ত আছে তা জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে ওই এলাকায়।

দুই বর্ধমানের তৃণমূলের তিন আসনে জয়ে বড় ভূমিকা ছিল ইমামদের!

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমানে তৃণমূল কংগ্রেস তিনটি লোকসভা আসনে দখল করেছে এই লোকসভা আসনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এককাট্টা হয়ে ভোট দিয়েছেন। আসানসোলের শত্রুঘ্ণ সিনহার বিপক্ষে সিপিআইএমের প্রাক্তন বিধায়ক কংগ্রেস সমর্থিত বাম মুসলিম প্রার্থী ছিলেন জাহানারা খান।কিন্তু সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপির মোকাবেলা করতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে তা জানত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ জন । আসানসোল কেন্দ্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঢেলে ভোট দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে। অনেক জায়গায় ছোটখাট দলের মুসলিম প্রার্থীকে মুসলিমরা বর্জন করে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়ী করেছে । যেমন বর্ধমান দুর্গাপুরে এস ইউ সি আই প্রার্থী ডাক্তার তশবিরুলকে ভোট দিয়ে ভোট নষ্ট করতে চায়নি। ঈদের ময়দানে, জুম্মার নামাজে সাম্প্রদায়িক শক্তির মোকাবেলা করতে কাদের ভোট দিতে হবে চিৎকার করে ইমামরা জানান দিচ্ছেলেন। বর্ধমান পূর্বের প্রার্থী ডাক্তার শর্মিলা সরকার কে জামালপুরে পূর্ব বর্ধমানের ইমামরা জড়ো হয়ে প্রকাশ্যে শর্মিলা সরকারকে সমর্থন জানান যেখানে ইমামদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডক্টর শর্মিলা সরকার, জামালপুরের বিধায়ক অলক কুমার মাঝি,

জামালপুর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মেহমুদ খান । বর্ধমানের ঐতিহাসিক টাউন হলে ঈদের নামাজের প্রাক্কালে যে বক্তব্য হয় সেই বক্তব্যের মাধ্যমে ঈদের নামাজের ইমাম কারী শামসুদ্দিন প্রকাশ্য সম্প্রদায়িক শক্তি মোকাবেলা করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কীর্তি আজাদকে সমর্থন করার বার্তা দেন । ওই টাউন হলে ময়দানে সেই সময় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধমান দুর্গাপুরের প্রার্থী কীর্তি আজাদ স্থানীয় বিধায়ক খোকন দাস সহ একাধিক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। এই খবর মিডিয়াতে সম্প্রচারিত হয় তখন অনেকেই সমালোচনা করেছিলেন।। বর্ধমান জেলা ইমাম হাফেজ শামসের সাহেব বলেন, আমরা কোন একটি রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা করি না। কিন্তু নিজেদের কওমকে, সমাজকে বাঁচাবার লক্ষ্যে এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি মোকাবেলা করার জন্য যে প্রার্থীকে ভোটে জয়যুক্ত করলে এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিরাপত্তা থাকবে এবং সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে সেই দিক লক্ষ্য রেখে আমরা ভোটে সাম্প্রদায়িক শক্তির মোকাবেলা করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। সেই আহবানে দুই বর্ধমানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেভাবে হাত বাড়িয়েছে তাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের পরিস্থিতি খারাপ হলে বিজেপি বেশি পরিমাণে সাংসদ নির্বাচিত হলে এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চার তারিখের পর স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারতেন না। কি ভয়াবহ পরিস্থিতি হয়েছিল ২০১৯ সালে মানুষ কিছুটা টের পেয়েছিলেন । মোটকথা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বুদ্ধিদীপ্ত ভোট দেওয়া এবং ইমামদের আহ্বান যে ব্যাপকভাবে কাজ করেছে তা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে ।

জয়নগরের তৃণমূল বিধায়কের বুথে দলীয় প্রার্থী হারায় উঠছে নানা প্রশ্ন

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জয় লাভ করেছে তৃণমূল প্রার্থী।তৃতীয় বার সংসদে গেলেন প্রতিমা মন্ডল।তবে জয়ের কাঁটা জয়নগরের তৃণমূলের বিধায়কের।নিজের বুথ সহ অধিকাংশই বুথে ভরাডুবি তৃণমূলের জয়নগর বিধানসভায়। একসময়ে এস ইউ সি আই এর দূর্জয় ঘাটি এখন তৃণমূলের দুর্জয় ঘাঁটি জয়নগর তপশিলী লোকসভা কেন্দ্র।পরপর তিনবার এই লোকসভা আসন থেকেই জয় লাভ করেছেন প্রাক্তন রাজ্য সরকারের আমলা তথা দাপুটে তৃণমূলের নেতা ও প্রয়াত মন্ত্রী,সাংসদ গোবিন্দ চন্দ্র নস্করের কন্যা প্রতিমা মণ্ডল।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এই লোকসভা আসনটি এবারেও ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ২১৯ টি ভোটে জয়লাভ করে রীতিমতো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে দলের অন্দরে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছেন প্রতিমা মণ্ডল। জয়নগর, কুলতলি, ক্যানিং পূর্ব, ক্যানিং পশ্চিম,বাসন্তী গোসাবা ও মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত এই লোকসভার আসন।এই লোকসভা কেন্দ্রটি সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপাঞ্চল নিয়ে গঠিত। তবে এই বিপুল জয়ের মধ্যে কাঁটা একটাই সেটা হল খোদ জয়নগর তপশিলি

বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের নিজের বুথ অর্থাৎ নিজের জন্মস্থান জয়নগর বিধানসভার জয়নগর ২ নং ব্লকের মায়াহাওড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দাড়া গ্রাম। সেখান কার ১৬৬ নম্বর বুথের তিনি ভোটার।আর সেই বুথেই ৮০ ভোটে বিজেপির ডা: অশোক কান্ডারীর থেকে পিছিয়ে গেছে তৃণমূলের প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল।শুধু ওই মায়াহাউড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৭ টি বুথের মধ্যেই ১৩ টি বুথেই পিছিয়ে তৃণমূল। শুধু বিধায়ক তাঁর জন্মস্থান নয় বর্তমান তিনি একই বিধানসভা এলাকার জয়নগর ১ নং ব্লকের দক্ষিণ বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা।যে পাড়ায় তিনি থাকেন সেখানকার বুথ নম্বর হলো ১৬। আর সেই বুথেই ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূলের। এখানেও বিজেপির থেকে ১৮৬টি ভোটে পিছিয়ে তৃণমূল।বিধায়কের শ্যালক তুহিন বিশ্বাস আবার জয়নগর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি।তাঁর স্ত্রী ঋতুপর্ণা বিশ্বাস ও জয়নগর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। তাঁরা বিধায়কের বাড়ির পাশের ২২ নম্বর বুথের ভোটার।সেই বুথেই ১০৯ টি ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী পিছিয়ে গেছে বিজেপির থেকে।একইভাবে দক্ষিণ বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান জয়ন্তী হালদার তিনিও ওই একই বুথের ভোটার।বিধায়কের অপর এক শ্যালক তাপস বিশ্বাস দক্ষিণ বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান ও দ: বারাশত শিবদাস আচার্য হাইস্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি পদেও রয়েছেন।একই পরিবারের তিনজন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকলেও কোন ভাবেই ভরাডুবি রুখতে পারেননি তাঁরা।দক্ষিণ বারাশত অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি সজল দাসের ১৪ নম্বর বুথেও ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূলের।গোটা দক্ষিণ বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪ টি বুথের মধ্যেই তৃণমূলের ভরাডুবি হয়েছে ১৫ টি আসনে। সংখ্যালঘু বুথ গুলিই একমাত্র জয় পেয়েছে তৃণমূল।

ঈদুজ্জোহা উপলক্ষে প্রশাসনিক বৈঠক

সুরজীৎ আদক ● সাঁকরাইল

আপনজন: সোমবার হাওড়ার সাঁকরাইলে ঈদুজ্জোহা অর্থাৎ বকরা ঈদ এই উৎসব উপলক্ষ্যে হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে এবং সাঁকরাইল থানার আয়োজনে থানা সমন্বয় কমিটির মিটিং এর আয়োজন করা হল সাঁকরাইলের একটি ভবনে। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনিক আধিকারিক প্রশাসনিক থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসনের একাধিক উচ্ছ পদস্থ আধিকারিকগণ।সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সাঁকরাইল থানার আই সি বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,সাঁকরাইল কেন্দ্রের বিধায়ক প্রিয়া পাল, হাওড়া জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, সাঁকরাইলের বিডিও সৈকত দে, সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সোনালী দাস,জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নাসিমা কাঁজী প্রমুখ।সাঁকরাইল থানার আইসি বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে উৎসব কমিটির কর্মকর্তাদের উৎসব পালনের আহ্বান জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সিভিক ভলেন্টিয়ারকে বেধড়ক মারধর

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সোমবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ গুধিয়া বকুলতলা মোড়ে বাইক রেখে দাঁড়িয়েছিল মুর্শিদাবাদ থানার গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত সিভিক ভলেন্টিয়ার শনিরুল ইসলাম।

হঠাৎ করে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতি এসে তার উপর চড়াও হয়। ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারকে টানতে টানতে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে বেধড়ক মারধর করে সেই দুষ্কৃতীরা।

শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে পুরনো বিবাদের জেরে এই ঘটনা বলে সূত্রের খবর। অভিযুক্তরা প্রত্যেকেই ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের শ্বশুর বাড়ির পক্ষের লোকজন বলে জানা গিয়েছে। তৎক্ষণাৎ স্থানীয় বাসিন্দারা গুধিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দিলে সেখান থেকে পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করে লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়।

পরিবারের পক্ষ থেকে ঘটনার লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় মুর্শিদাবাদ থানায়। থানা তদন্ত করে দেখছে।

হাজী নুরুলের জয়ে বর্ণাঢ্য বিজয় মিছিল

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: সন্দেশখালি কান্ডকে দূরে ঠেলে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে ৩৩৩৫৪৭ ভোটের বিশাল ব্যবধানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলামের জয়ে এসেছে। সোমবার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার শাসনের খড়িবাড়ি বাজার থেকে কৃষ্ণমাটি মোড় পর্যন্ত এক বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে বিজয় মিছিল এবং তিন হাজারের অধিক কর্মীদের নিয়ে মধ্যাহ্নের আহারের বন্দোবস্ত করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে কর্মীদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ হাজী একেএম ফারহাদ, বারাসাত ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ, অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মান্নান আলি,বারাসাত ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি,দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহঃ মনিরুল ইসলাম, কীর্ত্তিপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃষ্ণা পাত্র,এসরাইল আলি, সাজাহান বাদশা, সাহাবুদ্দিন আলি, আব্দুর রউফ, সহিদুল ইসলাম, আজগার আলি সহ আরও অনেকে।

একেএম ফারহাদ বলেন, মা মাটি মানুষের দলকে শাসন তথা হাড়োয়া সহ বসিরহাটের মানুষ যেভাবে দুহাত ভরে আশীর্বাদ করেছেন তার ফলেই এই জয়। স্থানীয় ব্লক সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ বলেন,এই জয় শান্তি সম্প্রীতি ঐক্যের। বিজেপির বিভাজনের রাজনীতি বাংলার মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছেন। এলাকার উন্নয়ন যেভাবে ত্বরান্বিত হয়েছে তাকে আরও বেশি করে জনমানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে তৃণমূল কর্মীরা।

গরম থেকে বাঁচতে বেশি করে ফল খান, পরামর্শ চিকিৎসকদের

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: এই প্রচন্ড গরমে শরীরকে সুস্থ রাখতে প্রয়োজন বেশি করে জল খাওয়া। পাতলা সুতির জামা চোখে সানগ্লাস আর মাথায় সুতির টুপি ব্যবহার করা প্রয়োজন। বর্ষার আগমনে বিলম্ব ঘটছে। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় দক্ষিণ বঙ্গ গরমে ঝলসে যাচ্ছে। তাই এই সময় শরীরকে সুস্থ রাখতে একগুচ্ছ পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা। কিভাবে আপনি সুস্থ থাকবেন এবং কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তা জানতে যোগাযোগ করা হয়েছিল ডক্টর সমীর বিশ্বাসের সঙ্গে। টেলিফোনে ডাক্তার সমীর বিশ্বাস জানান, যাদের কিডনির সমস্যা নেই তাদের বেশি পরিমাণে জল খেতে হবে। এই সময় ফলমূল বেশি করে খেতে হবে। কাজের প্রয়োজনে বাইরে বেরোলে ছাতা ,মাথায় টুপি, চোখে সানগ্লাস এসব ব্যবহার করতে হবে। বেশি করে ওআর এস - র জল খেতে হবে।

যাদের প্রেসার বা অন্য জাতীয় কোন রোগ আছে তাদের রোদের চলাচলের ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শহরের অপর বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর অমরনাথ মল্লিক টেলিফোনে বলেন,ফ্রিজের বা বরফ মেশানোর ঠান্ডা জল খাওয়া কিংবা কোল্ড ড্রিংকস খাওয়ার বিষয় এই সময় বিরত থাকা প্রয়োজন। হঠাৎ করে এসি থেকে বের হয়ে প্রচণ্ড গরমে রাস্তায় বেরোনোর ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। জল শরবত এবং ঘোল বেশি করে খেতে হবে। এই প্রচন্ড গরম এবং তাপপ্রবাহে অপ্রয়োজনীয় ভাবে চাক কফি খাওয়ার পরিমাণ কমাতে হবে। না হলে প্রচন্ড গরমে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে।বারবার মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে হবে। পাতলা সুতির জামা কাপড় পড়তে হবে। নাইলন বা টেরিকটের জামাকাপড় পড়া থেকে এখন বিরত থাকা ভালো। রোদ্দুরে বাইরে প্রয়োজনে বের হলে ছাতা এবং মাথায় সুতির টুপি ব্যবহার করতে হবে। চোখের সানগ্লাস ব্যবহার করার প্রয়োজন। যাদের ব্লাড প্রেসার বা অন্যান্য ধরনের রোগ আছে তাদের ক্ষেত্রে এই তাপপ্রবাহের সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।শহরের অপর বিশিষ্ট চিকিৎসক শহরবাসীকে সুস্থ থাকার টিপস দিতে টেলিফোনে অরিন্দম বিশ্বাস জানান, এই গরমে শরীর সুস্থ রাখতে বেশি করে ফলমূল এবং শাকসবজি খেতে হবে। হালকা রঙের সুতির জামা কাপড় পড়তে হবে। বরফ জাতীয় জল বা কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া যাবেনা।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা ভাঙড়ে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের শিস হাসপাতালে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও শিক্ষার্থীদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির যৌথ ভাবে আয়োজন করে সাউদার্ন হেলথ ইমপ্রুভমেন্ট সমিতি(শিস) ও মোলবিও ডায়গনস্টিক প্রাইভেট লিমিটেড। বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আয়োজন করে শিস শিশু বিকাশ একাডেমি। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় যৌথ এই আয়োজন। স্বাস্থ্য শিবিরে বিনামূল্যে ব্রেস্ট ক্যান্সার, যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস বি, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর স্ক্রিনিং করানো হয়।অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ৬১ জন পড়ুয়া অংশগ্রহণ করেন। অঙ্কনের বিষয়বস্তু ছিল স্বাস্থ্য সচেতনতা।

সাহিত্য পাঠের আসর

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: উত্তরের রোববার আয়োজিত মাসিক সাহিত্য পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হলো বালুরঘাট বর্ণালী মঞ্চে। এই সাহিত্য আসরে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক সৈয়দ হাসমত জালাল এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট অধ্যাপক সুমিতা ভট্টাচার্য্য। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজসেবী স্বপন কুমার বিশ্বাস। উত্তরের রোববারের কর্ণধার বিশ্বনাথ লাহার প্রচেষ্টায় প্রত্যেক মাসে উত্তরের রোববারের আয়োজনে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সাহিত্যের বর্তমান সংকট ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন আলোচকরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সূরজ দাশ।

প্রথম নজর

নাইজেরিয়ায় বন্দুকধারীদের হামলায় নিহত ৫০

আপনজন ডেস্ক: নাইজেরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ইয়ারগোজ গ্রামে বন্দুকধারীদের হামলায় অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছে।
বন্দুকধারীরা সপ্তাহান্তে হামলার পাশাপাশি অনেক মানুষকে অপহরণও করেছে, যার মধ্যে মধ্যে নারী ও শিশু রয়েছে। স্থানীয়দের বরাত দিয়ে সোমবার (১০ জুন) রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা হাসান ইয়াউর জানান, স্থানীয় সময় রবিবার রাতে কাটসিনা রাজ্যের কাংকরা এলাকার ইয়ারগোজে কয়েক ডজন বন্দুকধারী হামলা চালায়।
তিনি রয়টার্সকে ফোনে বলেন, ‘তারা (বন্দুকধারী) মানুষের ওপর বিক্ষিপ্তভাবে গুলি চালিয়েছে। আমার ছোট ভাইসহ ৫০ জনেরও বেশি নিহত হয়েছে।’ এ সময় অনেক গ্রামবাসীকে অপহরণ এবং অনেক সম্পত্তি লুট করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
আক্রমণ থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পাওয়া আরেক বাসিন্দা আবদুল্লাহি ইউনুসা কানকারা বলেন, ‘বন্দুকধারীদের হামলা সোমবার ভোর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। আমাদের শহর মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িই এই হামলার শিকার হয়েছে।’
কানকারা আরো বলেন, ‘কতজনকে অপহরণ করা হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য আমরা গ্রামবাসীদের গণনা করছি। আজ সকালে আরো মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।’
এদিকে এই হামলার বিষয়ে মন্তব্যের জন্য অনুরোধে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়নি কাটসিনা পুলিশ কর্তৃপক্ষ।
গণমাধ্যমটির তথ্য অনুসারে, নিরাপত্তা নিশ্চিতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রেসিডেন্ট বোলা টিনুবু ক্ষমতায় এসেছিলেন। এর এক বছর পর দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সশস্ত্র হামলা প্রায় নিয়মিত হয়ে উঠেছে।
বন্দুকধারীদের হামলা ঠেকাতে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে।

যুদ্ধমন্ত্রীর পর ইসরাইলের গাজা ডিভিশনের কমান্ডারের পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলি সেনাবাহিনীর ১৩৪তম ফায়ার ফক্স ডিভিশন বা লোকমুখে পরিচিত গাজা ডিভিশনের প্রধান পদত্যাগ করেছেন। এর আগে নেতানিয়াহু সরকারের যুদ্ধ-বিষয়ক মন্ত্রী বেনি গ্যান্টজ পদত্যাগ করেছেন।
বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাসের হামলা ঠেকাতে না পারার ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগ করেছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আভি রোজেনফিল্ড।
খবরে বলা হয়েছে, গতকাল রোববার নিজের পদত্যাগের ঘোষণা দেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আভি রোজেনফিল্ড। তিনি তার পদত্যাগের বিবৃতিতে বলেছেন, ‘গত ৭ অক্টোবর গাজা সীমান্তবর্তী সম্প্রদায়ের মানুষকে রক্ষায় আমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, তা পালন করতে আমি ব্যর্থ হয়েছি। নিজ নিজ অংশের জন্য সবাইকে দায় নিতে হবে এবং ১৪৩তম ডিভিশনের প্রধান হিসেবে আমি আমার দায় নিচ্ছি।’
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আভি রোজেনফিল্ডই একমাত্র কর্মকর্তা নন, যিনি ৭ অক্টোবরের ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগ করলেন। তার আগে গত এপ্রিলে ইসরাইলি সেনাবাহিনীর সামরিক গোয়েন্দা অধিদপ্তরের (আমান) তৎকালীন প্রধান আহরন হালিভা একই দায়ে পদত্যাগ করেন।
এদিকে হামাসের সামরিক শাখা ইজ্জুদ্দিন আল-কাসসাম ব্রিগেড জানিয়েছে, গাজায় ইসরাইলি বাহিনীর অভিযানের সময় আরও তিন জিম্মি নিহত হয়েছে। গাজার নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরে অভিযানের সময় এক মার্কিন নাগরিকসহ ওই তিনজন নিহত হয় বলে জানিয়েছে দেশপ্রেমিক দল হামাস।
এর আগে ইসরাইলি যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভায় মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করার জেরে পদত্যাগ করেছেন মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও যুদ্ধকালীন মন্ত্রী বেনি গ্যান্টজ। রোববার তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দেন। গাজা যুদ্ধের মধ্যে তার এ পদত্যাগকে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

হজের সময় ফিলিস্তিন ইস্যুতে ‘রাজনৈতিক স্লোগান’ নিষিদ্ধ করল সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনের মধ্যে ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে সংহতি প্রকাশ করে হজ চলাকালে যেকোনও ধরনের রাজনৈতিক স্লোগান নিষিদ্ধ করেছে সৌদি আরব।
গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিন ইস্যুতে দেশটির পবিত্র স্থানগুলোতে রাজনৈতিক স্লোগান দেওয়া থেকে বিরত থাকতে ১২ লাখের বেশি হজযাত্রীকে আহ্বান জানিয়েছে সৌদি কর্তৃপক্ষ।
সৌদির হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রী তৌফিক আল রাবিয়াহ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, “হজ হচ্ছে উপাসনার সময়, এটি রাজনৈতিক অভিব্যক্তি প্রকাশের সময় নয়। হজযাত্রীদের জন্য শান্ত ও ভক্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে তারা স্বস্তির সাথে ধর্মীয় আচার পালন করতে পারেন।”
আসন্ন হজ মৌসুমের খুটিনাটি তুলে ধরতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী তৌফিক আল রাবিয়াহ আরও বলেন, “হজ সত্যিকার অর্থে ভক্তি, প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্তরের ক্রিয়াকলাপ এবং সেই পরিবেশ নিশ্চিত করতেই কর্তৃপক্ষ কাজ করছে। আল্লাহ সৌদি আরবকে রক্ষা করুন।”
তিনি বলেন, “সবার আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তির দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত হতে পারে- এমন যেকোনও ঝামেলা হজযাত্রীদের এড়িয়ে চলা উচিত।”
উল্লেখ্য, গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় অবিরাম হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সেখানে নিহতের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৮৪ জনে দাঁড়িয়েছে। তাদের ৭০ শতাংশই নারী ও শিশু। এছাড়াও এই সময়ে ইসরায়েলি হামলায় আহত হয়েছেন আরও ৮৪ হাজার ৪৯৪ জন।

পদত্যাগ করলেন ইসরাইলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রী, চাপে নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার যুদ্ধ নিয়ে ইসরাইলি যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভায় মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে। এর জেরে পদত্যাগ করেছেন মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও যুদ্ধকালীন মন্ত্রী বেনি গ্যান্টজ। রোববার তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দেন। গাজা যুদ্ধের মধ্যে তার এ পদত্যাগকে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। খবর আলজাজিরা ও সিএনএনের।
বেনি গ্যান্টজ বলেন, নেতানিয়াহু আমাদের প্রকৃত বিজয়ের দিকে অগ্রসর হতে বাধা দিচ্ছেন। এ কারণেই আমরা আজ জরুরি সরকার ছেড়ে যাচ্ছি।
তিনি আরও বলেন, এমন একটি নির্বাচন হওয়া উচিত যা এমন একটি সরকার গঠন করবে- যে সরকার জনগণের আস্থা অর্জন এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। আমি নেতানিয়াহুকে আহ্বান জানাই, সবার মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করুন।
নেতানিয়াহু গাজা যুদ্ধের তদারকি করার জন্য গত বছর জরুরি যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। তিন সদস্যের এ মন্ত্রিসভায় বেনি গ্যান্টজ অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে ইসরাইলি রাজনীতিতে তাকে নেতানিয়াহুর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হয়।
টাইমস অব ইসরাইলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত মাসে জরুরি সরকার ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন বেনি গ্যান্টজ। তখন তিনি বলেন, নেতানিয়াহু গাজা যুদ্ধ পরবর্তী পরিকল্পনা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলে তিনি তার সরকার ছেড়ে যাবেন। গত শনিবারই গ্যান্টজ পদত্যাগ করবেন বলে ধারণা করা হয়েছিল।

গাজায় জিম্মি উদ্ধার অভিযানে নিহত বেড়ে ২৭৪, যা বলছে বিশ্ব

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত নুসেইরাত শরণার্থীশিবির থেকে চার ইসরায়েলি বন্দিকে মুক্ত করার অভিযানে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে অন্তত ২৭৪ জনে। ইসরায়েলের এ হত্যাযজ্ঞের নিন্দা করেছে বেশ কয়েকটি দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা।
রোববার (৯ জুন) গাজা উপত্যকার কর্তৃপক্ষ জানায়, ‘একটি নজিরবিহীন নৃশংস হামলায়’ কমপক্ষে ৬৯৮ জন আহত হয়েছে, যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। হাসপাতালগুলো হতাহতদের সংখ্যার কারণে হিমশিম খাচ্ছে।
গাজার দেইর আল-বালাহতে অবস্থিত আল-আকসা শহীদ হাসপাতালের ভেতর থেকে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার হিন্দ খুউদারি এদিন জানান, সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা এখনো নুসেইরাতে হামলার পরে ধ্বংসস্তূপের নিচে মৃত বা আহত ফিলিস্তিনিদের খুঁজে পাচ্ছেন।
তিনি বলেন, ‘বোমাবর্ষণ তীব্রভাবে অব্যাহত রয়েছে এবং জরুরি প্রতিক্রিয়াকারীদের জন্য হতাহত ফিলিস্তিনিদের কাছে পৌঁছনো খুবই কঠিন। তারা আমাদের বলছে, এখনো রাস্তায় ও ধ্বংসস্তূপের নিচে মানুষ রয়েছে, যেখানে তারা পৌঁছতে পারেননি।’
অন্যদিকে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের সামরিক অভিযানে কমপক্ষে ৩৭ হাজার ৮৪ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৮৪ হাজার ৪৯৪ জন আহত হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোস্তফা বলেছেন, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ নুসেইরাত হামলার বিষয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের

জরুরি অধিবেশন চাইছে।
ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস বলেছে, ইসরায়েলের চার বন্দিকে মুক্তি দেওয়া ‘গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কৌশলগত ব্যর্থতা পরিবর্তন করবে না’, বিশেষ করে এ অভিযান কার্যকর করতে আট মাস সময় নেয়ার পরে।
যুক্তরাষ্ট্র এই ইসরায়েলি অভিযানে সহায়তা করেছে অভিযোগ করে গোষ্ঠীটি আরো বলেছে, এটি আবারও প্রমাণ করে, ওয়াশিংটন অবরুদ্ধ উপকূলীয় ভূখণ্ডে ‘সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের মতো অবৈধ কাজের সহযোগী ও সম্পূর্ণভাবে জড়িত’।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন, নরওয়ে
ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান জোসেপ বোরেল এই অভিযানের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। এক্সে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘রক্তপাত অবিলম্বে শেষ হওয়া উচিত। গাজা থেকে বেসামরিকদের আরেকটি গণহত্যার খবর ভয়ানক। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই।’
নরওয়ের ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেয়াস মটজফেল্ড ক্রাভিক এক্সে লিখেছেন, তিনি ‘গাজায় বেসামরিকদের ওপর আরেকটি গণহত্যার খবরে আতঙ্কিত’। তার দেশ বন্দিদের মুক্তি ও অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলার নিন্দা জানায় বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।
ওআইসি, আরব পার্লামেন্ট
৫৭টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করা অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (ওআইসি) ‘ইসরায়েলি দখলদার সেনাবাহিনীর পরিচালিত ভয়াবহ গণহত্যার নিন্দা করেছে, যার ফলে শত শত ফিলিস্তিনি হতাহত হয়েছে, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু।’ সেই সঙ্গে তারা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ভূমিকার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তদন্ত, জবাবদিহি ও শাস্তির আহ্বান জানিয়েছেন।
কায়রোভিত্তিক আরব পার্লামেন্ট ‘ইসরায়েলি দখলদারিত্বের সংঘটিত গণহত্যার’ নিন্দা করেছে এবং ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করেছে।
তুরস্ক
এক বিবৃতিতে তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রক বলেছে, দেশটি ইসরায়েলি হামলার জন্য ‘দুঃখ প্রকাশ করে’। তারা এ হামলাকে ‘বর্বর’ এবং গাজায় ইসরায়েলের সংঘটিত ‘অপরাধের’ দীর্ঘ তালিকার আরেকটি উদাহরণ বলে অভিহিত করেছে।
বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, তারা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য দায়ী সংস্থাগুলোকে, বিশেষ করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে ইসরায়েলের এই অপরাধ বন্ধে দায়িত্ব প্রয়োগের আহ্বান জানায়।
ইরান
পররাষ্ট্র মন্ত্রক শত শত ফিলিস্তিনিকে সর্বশেষ হত্যাকাণ্ডের জন্য বিশ্ব সরকার এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ‘নিষ্ক্রিয়তার’ জন্য দায়ী করেছে।
মুখপাত্র নাসের কানানি এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘এই ভয়ংকর ও মর্মান্তিক অপরাধগুলো... ইহুদিবাদী শাসকের (ইসরায়েল) আট মাসের যুদ্ধাপরাধ ও লঙ্ঘনের মুখে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদসহ সরকার ও দায়িত্বশীল আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর নিষ্ক্রিয়তার ফলাফল।’
জর্দান, মিসর
জর্দানের পররাষ্ট্র ও প্রবাসী মন্ত্রক এক্সে এক বিবৃতিতে বলেছে, ইসরায়েলি আক্রমণ ‘একটি অভ্যাস, যা ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের পদ্ধতিগত লক্ষ্যবস্তু, আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘনে ইসরায়েলি অধ্যবসায় ও যুদ্ধাপরাধ চালিয়ে যাওয়াকে প্রতিফলিত করে’।
মিসরের পররাষ্ট্র মন্ত্রক নুসেইরাতে হামলাকে ‘আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সব বিধানের পাশাপাশি মানবতা ও মানবাধিকারের সব মূল্যবোধের স্পষ্ট লঙ্ঘন’ বলে অভিহিত করেছে।
জাতিসংঘ
জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এক্সে এক পোস্টে বলেছেন, তার সংস্থা এই সপ্তাহে গাজায় জাতিসংঘের ১৮৮ জন কর্মী নিহতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর ইসরায়েলি হামলায় ‘অসংখ্য ফিলিস্তিনি বেসামরিক লোক’ নিহত হয়েছে।
জাতিসংঘের ত্রাণ প্রধান মার্টিন গ্রিফিথস বলেছেন, অবশিষ্ট সব জিম্মিকে মুক্তি দিতে হবে এবং যুদ্ধ শেষ করতে হবে।
অধিকৃত ফিলিস্তিনে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের অফিসের সাবেক উপপ্রধান এবং ওসাকা জোগাকুইন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবাধিকার ও শান্তি অধ্যয়নের অধ্যাপক সৌল তাকাহাশি আলজাজিরাকে বলেছেন, ফিলিস্তিনিদের হত্যার বিষয়ে পশ্চিমা প্রতিক্রিয়া ‘দ্বৈত মান’ দেখায়। তাকাহাশি জাপানের তোয়োহাশি থেকে বলেন, ‘মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে বিশাল দৈত মান রয়েছে–ইসরায়েলি, ইউক্রেনীয় ও সাদা চামড়ার জীবন গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যখন ফিলিস্তিনিদের কথা আসে, বাদামি চামড়ার মানুষ, সাধারণভাবে আরব, তারা ঠিক তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা সত্যিই তাদের নিয়ে চিন্তা করি না।’

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে বড় সাফল্য পেল কট্টর ডানপন্থীরা

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে বড় সাফল্য পেয়েছে কট্টর ডানপন্থী দলগুলো। তাদের এই সাফল্য ইউরোপের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গতিপথ পাল্টে দিতে পারে।
চার দিনের এই নির্বাচন স্থানীয় সময় রবিবার শেষ হয়। নির্বাচনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২১টি দেশের ভোটাররা ভোট দেন। ভোটারের সংখ্যা ৩৫ কোটি।
ফ্রান্সে মেরিন লে পেনের ন্যাশনাল র‍্যালি পার্টি ভোটে এমন পরিমাণে আধিপত্য বিস্তার করেছে যে দেশটির প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ অবিলম্বে জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের আহ্বান জানিয়েছেন।
৭২০ আসনের এই পার্লামেন্টে মধ্যপন্থী, উদার ও সমাজতান্ত্রিক দলগুলো মিলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখতে যাচ্ছে। এই নির্বাচনের ফলাফল বিশেষ করে ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়ার নেতাদের জন্য একটি বড় ধাক্কা।
ফ্রান্সে ডানপন্থী মেরিন লে পেন প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল র‍্যালি পেতে যাচ্ছে প্রায় ৩৩ শতাংশ ভোট। দেশটির প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর রেনেসাঁ পার্টি পেতে যাচ্ছে ১৫ শতাংশ ভোট। এই ফলাফল দেখে আগাম জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন ম্যাক্রোঁ। তিনি দেশটির পার্লামেন্ট বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন। এই পদক্ষেপকে ম্যাক্রোঁর জন্য একটি বড় রাজনৈতিক ঝুঁকি হিসেবে দেখা হচ্ছে।
ম্যাক্রোঁর মতো জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজের জন্যও এই নির্বাচন দুঃসংবাদ হয়ে এসেছে। নির্বাচনে তার সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি সবচেয়ে বাজে ফল করেছে। অতি ডানপন্থী অলটারনেটিভ ফর জার্মানি (এএফডি) দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।
অস্ট্রিয়ায় অতি ডানপন্থী ফ্রিডম পার্টি প্রায় ২৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল পিপলস পার্টি ২৪ দশমিক ৭ শতাংশ ভোট পেয়েছে।
অবশ্য ভালো ফল করেছে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির ব্রাদার্স অব ইতালি।
ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে ডানপন্থীদের উত্থানকে উদ্বেগের কারণ হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকেরা।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.১৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৬ মি.

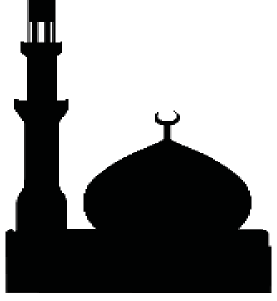

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.১৮	৪.৫১
যোহর	১১.৪০	
আসর	৪.১৪	
মাগরিব	৬.২৬	
এশা	৭.৪৭	
তাহাজ্জুদ	১০.৫২	

৭ বছর পর নিউজিল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন চীনের প্রধানমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: ৭ বছর পর চলতি সপ্তাহে নিউজিল্যান্ড সফরে যাবেন চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং। সোমবার এ কথা জানিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস লুক্সন। ২০১৭ সালের পর এই প্রথম নিউজিল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন চীনের কোনো প্রধানমন্ত্রী। এক বিবৃতিতে লুক্সন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী লিকে নিউজিল্যান্ডে উষ্ণ অর্ভ্যথনা জানাতে আমি উন্মুখ।

রাফায় হামাসের গুপ্ত হামলা, বিপুলসংখ্যক ইসরাইলি সৈন্য নিহত!

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের সশস্ত্র শাখা আল কাসসাম দাবি করেছে, তারা গুপ্ত হামলা চালিয়ে বিপুলসংখ্যক ইসরাইলি সৈন্য হত্যা করেছে। তবে ঠিক কতজন সৈন্য নিহত হয়েছে, তা তারা জানায়নি।
আল কাসসাম ব্রিগেড জানিয়েছে, তারা একটি আবাসিক ভবনে ইসরাইলি বাহিনীকে আক্রমণ করেছে।
তারা পুরো ভবনটি (ভেতরে সৈন্যসহ) উড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। এতে বেশ কয়েকজন সেনা নিহত ও অন্যরা আহত হয়েছে।
ইসরাইলি হেলিকপ্টারগুলো চিকিৎসার জন্য আহতদের ইসরাইলের হাসপাতালে সরিয়ে নিতে শুরু করে।
অভিযানের মধ্যে সৈন্যদের উদ্ধার করে নিতে ধোঁয়া গ্রেনেড নিক্ষেপ করে ইসরাইলি বাহিনী।
অন্যদিকে, লেবাননভিত্তিক প্রতিরোধ আন্দোলন হিজবুল্লাহ দাবি করেছে যে তারা একটি গাইডেড মিসাইল ব্যবহার করে ইসরাইলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আয়রন ডোমের একটি লঞ্চার ধ্বংস করেছে।
লেবাননভিত্তিক গোষ্ঠীটি তাদের দাবির পক্ষে প্রমাণ হিসাবে বুধবার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে।
আর ইসরাইলের গর্বের আয়রন ডোমের উপর এটাই তাদের প্রথম সফল হামলা।

ফ্রান্সে আগাম নির্বাচনের ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে ডানপন্থীদের কাছে ধরাশায়ী হয়ে আগাম জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। বুথফেরত জরিপে ম্যাক্রোঁ সমর্থিত দল বড় ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় দেশটির পার্লামেন্ট বিলুপ্ত ঘোষণা করেন তিনি। ম্যাক্রোঁর ঘোষণা অনুযায়ী ৩০ জুন পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় ধাপের ভোটের জন্য দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ৭ জুলাই। রোববার ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ২১টি দেশে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য এ ভোট গ্রহণ শুরু হয় গত বৃহস্পতিবার। কারণ, ৬-৯ জুনের মধ্যে যেকোনো দিন ভোট গ্রহণের সুযোগ ছিল সদস্য দেশগুলোর। কোনো কোনো দেশে দুদিনও ভোট নেওয়া হয়েছে।
রোববার বুথফেরত জরিপের ফলাফল আসতে শুরু করলে দেখা যায়, সার্বিকভাবে এ নির্বাচনে ভালো করেছে ডানপন্থী দলগুলো। যদিও মধ্যপন্থী, উদার ও গ্রিন পার্টিগুলো সবাই মিলে ৭২০ আসনের এই পার্লামেন্টে ভারসাম্যপূর্ণ একটি ফলাফল পেতে যাচ্ছে, কিন্তু ফ্রান্সে বড় ধাক্কা খায় ম্যাক্রোঁর দল। আগাম নির্বাচনের ঘোষণা উপলক্ষে দেওয়া ভাষণে ম্যাক্রোঁ বলেন, ‘স্পষ্ট অবস্থান নেওয়ার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ সময়। আমি আপনাদের বার্তা ও উদ্বেগ শুনেছি এবং আমি সেগুলো বিনা জবাবে এড়িয়ে যেতে পারি না। শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে কাজ করতে ফ্রান্সের সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন।’

ভিয়েতনামে বন্যা-ভূমিধসে ৩ জনের মৃত্যু, সরানো হল ৪০০ পর্যটককে

আপনজন ডেস্ক: ভিয়েতনামের উত্তরাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। কয়েক দিনের ভারি বৃষ্টিতে এই এলাকার হাজার হাজার বাড়িঘর আংশিকভাবে তলিয়ে গেছে।
দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে সোমবার (১০ জুন) এএফপি এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।
রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, পাহাড়ি হা গিয়াং প্রদেশের খাড়া রাস্তার নিচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে।
বন্যার কারণে অনেক যানবাহন পানিতে ডুবে গেছে। এ ছাড়া শহরের বাসিন্দারা ছাদে দাঁড়িয়ে উদ্ধারের অপেক্ষায় আছে। বন্যার পানিতে ভেসে বা ভূমিধসে চাপা পড়ে এখন পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে বলে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম ভয়েস অব ভিয়েতনাম জানিয়েছে।
অন্যদিকে বন্যাকবলিত এলাকা থেকে প্রায় ৪০০ বিদেশি পর্যটককে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে।
সেখানে শনিবার থেকে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে অনেক রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, লো নদীর পানির কারণে বন্যা ও ভূমিধস হয়েছে। ভূমিধসের কারণে চীনের সীমান্তবর্তী তিনটি এলাকায় প্রবেশ করা যাচ্ছে না।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৫৮ সংখ্যা, ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ৪ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

এআই প্রযুক্তি

বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে আলোচিত বিষয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ইহা লইয়া একদিকে তৈরি হইয়াছে উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে উত্কণ্ঠা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে, আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বৃদ্ধিমত্তা মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ না অভিশাপ—ইহা লইয়া তর্কবিতর্ক চলিতেই থাকিবে। অবশ্য খোদ সাইন্স বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কি এমন তর্কবিতর্ক এখনো চলিতেছে না? এমন প্রশ্ন থাকিবার পরও কি বিজ্ঞানের গতিপথ থমকাইয়া গিয়াছে? গত ২১ মার্চ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সম্পর্কিত প্রথম বৈশ্বিক রেজুলেশন বা প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটি উত্থাপন করে এবং ইহার প্রস্তাবক ছিল আরো ১২৩টি দেশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা হয়তো রহিয়াছে; কিন্তু একটি নূতন প্রযুক্তির সকলই খারাপ—এমন মন-মানসিকতা পোষণ করা কোনোভাবেই কাম্য নহে। গতকাল ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি খবরে বলা হইয়াছে যে, খোদ বাংলাদেশেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় যক্ষ্মা শনাক্তে সাফল্য আসিতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই প্রক্রিয়ায় যক্ষ্মা নির্ণয় সফল হইয়াছে। বাংলাদেশে যদি রোবটের মাধ্যমে হার্টের চিকিত্সায় সফলতা পাওয়া যায়, তাহা হইলে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া অন্যান্য জটিল চিকিত্সার ক্ষেত্রেও কেন সফলতা পাওয়া যাইবে না? আমাদের দেশে রোবটের মাধ্যমে টেলিভিশনের খবর পাঠ, রেস্টুরেন্টে খাবার পরিবেশন—এমনকি গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমিক হিসাবে ইহার প্রচলন শুরু হইয়া গিয়াছে। ইহা একটি বিরাট পরিবর্তন নিঃসন্দেহে। ইহাতে চাকুরি-বাকুরির ক্ষেত্রে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা প্রকাশ করিলেও অনেকে আবার এই ব্যাপারে আশাবাদী। তাহারা বলিতেছেন, ইহাতে রোবটিক শিল্পে নূতন নূতন দক্ষতাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন পড়িবে।
অনুরূপভাবে এই মুহূর্তে যক্ষ্মা চিকিত্সায় এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের খবরে আমরা আশান্বিত না হইয়া পারি না। আগামী বত্সর দেশের তিনটি জেলায় (ঢাকা, খুলনা ও পঞ্চগড়) প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংক্রান্ত পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরু হইবে বলিয়া জানাইয়াছে ইনস্টিটিউট অব অ্যালার্জি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ইমুনোলজি অব বাংলাদেশ বা আইএসিআইবি। ভারতীয় উপমহাদেশে এখনো যক্ষ্মা শনাক্তে এইআই প্রযুক্তি ব্যবহারের পাইলটিং চলিতেছে। যুগের চাহিদা অনুযায়ী এই দেশেও এমন উদ্যোগের কথা যাহারা চিন্তাভাবনা করিতেছেন, তাহাদের আমরা স্বাগত জানাই। কেননা একসময় বলা হইত—যক্ষ্মা হইলে রক্ষা নাই। এখন সেইখানে এই রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে। তাহার পরও চলমান পদ্ধতিতে যক্ষ্মা নির্ণয়ে সমস্যা রহিয়াছে। সঠিকভাবে যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত করিতে না পারায় বহু রোগী দুর্ভোগ পোহাইতেছেন। ইহাতে অনেকে যক্ষ্মা শনাক্তের বাহিরে থাকিয়া যাইতেছেন। বিভিন্ন জটিল ও কঠিন রোগব্যাধির ক্ষেত্রে আমরা যদি এইভাবে এআই প্রযুক্তির সাহায্যে সফলতা অর্জন করিতে পারি, তাহা হইলে ইহা আশীর্বাদ ছাড়া আর কী হইতে পারে?
বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এআইয়ের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানবজাতির জন্য ভয়াবহ হুমকির কারণ হইতে পারে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। টেক জায়ান্ট গুগলের সাবেক প্রধান নির্বাহী এরিক স্মিড সকল কিছু পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহা মানবসভ্যতা ধ্বংসের কারণ হইতে পারে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী গ্যারি মার্কাস ইহাকে একটি কাচের ঘরে ষাঁড় ঢুকিয়া যাইবার সহিত তুলনা করিয়াছেন। তবে ইহা যতদিন মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে, ততদিন কোনো সমস্যা হইবে না। এই জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপরে একটি যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণ চান স্বয়ং চ্যাটজিপিটির প্রধান নির্বাহী জেমস ক্লেটনও। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিয়া ইহার হিতকার ব্যবহারের প্রতি জোর দিতে হইবে সবচাইতে অধিক। যক্ষ্মা শনাক্তে এআই প্রযুক্তি ব্যবহারে সফলতায় সেই আশাবাদের বাণীই প্রতিফলিত হইতেছে বলিয়া আমরা মনে করি।

দেশজুড়ে ভোটাররা বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা কিছুই ভোলেননি

বাজপেয়ীর আমলের মতো নরেন্দ্র মোদির আমলেও জনগণকে সীমাহীন বেকারত্বের ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। করপোরেট মালিকদের অকুণ্ঠ অনুদান ও সব ধরনের সহযোগিতা, প্রায় সব কটি মিডিয়ার ক্রমাগত প্রচার, প্রচুর অর্থব্যয়, দলীয় স্বার্থে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবহার, বিভিন্নভাবে বিরোধী দলকে হয়রানি ও দলগুলোর অ্যাকাউন্ট জব্দ করা, ভয়ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি সব ধরনের কৌশল অবলম্বন করার পরও জনগণের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পায়নি বিজেপি। লিখেছেন **এন এন তরুণ...**

'যথা পূর্বং তথা পরং'—সংস্কৃত শ্লোকটির বাংলা তর্জমা হতে পারে, 'আগের হাল যেভাবে যায়, পিছের হালও সেভাবে যায়।'
ভারতে ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত অটল বিহারি বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বে বিজেপি ক্ষমতায় থাকার পর ২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে হেরে যাওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, 'গ্রামে-গঞ্জে বিরাজমান নীরব গরিবি (তথা দারিদ্র্য)।'
বাজপেয়ীর আমলের মতো নরেন্দ্র মোদির আমলেও জনগণকে সীমাহীন বেকারত্বের ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। করপোরেট মালিকদের অকুণ্ঠ অনুদান ও সব ধরনের সহযোগিতা, প্রায় সব কটি মিডিয়ার ক্রমাগত প্রচার, প্রচুর অর্থব্যয়, দলীয় স্বার্থে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবহার, বিভিন্নভাবে বিরোধী দলকে হয়রানি ও দলগুলোর অ্যাকাউন্ট জব্দ করা, ভয়ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি সব ধরনের কৌশল অবলম্বন করার পরও জনগণের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পায়নি বিজেপি। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যার বেশ নিচে তাদের অবস্থান। ওই সব অন্যায় কৌশল অবলম্বন না করলে হয়তো বিরোধী পক্ষ, অর্থাৎ ইন্ডিয়া জোটই সরকার গঠন করত।
জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য, নির্বাচনের সময় বিজেপি-সমর্থিত 'করপোরেট বাহিনী' শেয়ার মার্কেটে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করে কৃত্রিমভাবে সূচক বড় করে দেখিয়েছে।
বুথফেরত জরিপেও কারসাজি করে বিজেপির পক্ষে বিপুল জয় দেখিয়েছে বিজেপি সমর্থক গবেষণা সংস্থাগুলো। কিন্তু বিধি বাম। শেষ রক্ষা হলো না।
'কেন হলো না' এর উত্তর খুঁজে পেলে আমাদের সবার জন্য তা হবে একটি প্রয়োজনীয় বিরাট শিক্ষা।
বিজেপির হাতে হিন্দুত্ববাদের পতাকা উড্ডীয়মান। বিজেপি শুধু হিন্দুত্ববাদীই নয়, উগ্র পুঁজিবাদীও বটে। তার প্রতিফলন দেখা যায় দলের ও নেতাদের জীবনাচরণে ও কর্মকাণ্ডে। স্বয়ং নরেন্দ্র মোদির পোশাকপরিচ্ছদে এর ছাপ স্পষ্ট। হিন্দুস্তান টাইমস ও ইন্ডিয়া টুডে জানায়, ট্রয় কস্তা নামের যে ফ্যাশন ডিজাইনার মুম্বাই চিত্রজগতের পুরুষ তারকাদের পোশাক তৈরি করেন, নরেন্দ্র মোদির পোশাকও তিনি তৈরি করেন।
প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ৯ লাখ রুপি মূল্যের স্বর্ণখচিত স্যুট বানিয়েছিলেন তিনি। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে তাঁর বেশভূষার ও চালচলনের জন্য মানুষ 'ইংল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট' বলে কটাক্ষ করতেন।
নরেন্দ্র মোদির বা টনি ব্লেয়ারের এই যে রোগ, এর নাম হলো পুঁজিবাদ। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কথা। একটি ঘটনার উল্লেখ করি। নেহরুর কেবিনেটে শাস্ত্রী শেষ দিকে দপ্তরবিহীন মন্ত্রী ছিলেন। নেহরু তাঁকে একবার আসামে পাঠাতে চাইলেন। সবকিছু বুঝে নিয়ে শাস্ত্রী বেরিয়ে গেলেন। নেহরু ভাবলেন, আসামে তো এখন অনেক শীত, কিন্তু শাস্ত্রীর তো শীত নিবারণের জন্য কোনো কোট নেই। ডেকে পাঠালেন শাস্ত্রীকে। বললেন, 'তুমি যে আসামে যাবে, তোমার কি কোট আছে?'
শাস্ত্রী আমতা-আমতা করায় নেহরুর কাছে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হলো। তখন নেহরু তাঁকে নিজের কোটটা দিয়ে বললেন, 'এবার যাও। আসাম থেকে ঘুরে এসো।' দীর্ঘদেহী নেহরুর কোট তাঁর গায়ে খুব বেমানান ছিল বটে; কিন্তু আর কোনো উপায় ছিল না।
নরেন্দ্র মোদিও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মতো দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন। কিন্তু আজকের নরেন্দ্র মোদির বেশভূষা দেখে তা বোঝার উপায় নেই।
মোদি কীভাবে করপোরেট মালিকদের ঋণ মওকুফ, বিভিন্ন ধরনের ছাড় ও বিশেষ সুবিধা দিয়ে এসেছেন, তার একটি দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিয়েছেন যোগেন্দ্র যাদব, শশী থারুরের মতো আরও অনেক ভারতীয় রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদ।
কিন্তু অন্যদিকে ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দরিদ্র কৃষককে দিল্লি যেতে হয় খালি পায়ে, গুলি খেয়ে মরতে হয়, কাউকে কাউকে আত্মহননের পথও বেছে নিতে হয়। এই যে ধনীর প্রতি পক্ষপাত আর গরিবের প্রতি অবিচার—এ হলো উগ্র পুঁজিবাদী উপসর্গ।
একাধিক কারণে বিজেপি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ব্যর্থ হয়েছে। ভারতবর্ষে খ্রিষ্টান মিশনারিদের মধ্যে দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মানুষকে ধর্মান্তরিত করার এক ন্যক্কারজনক প্রবণতা ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের উদ্দেশ্য বলেছিলেন, 'উই হ্যাভ এনাফ রিলিজিয়ন। উই নিড ফুড। জাস্ট গিভ আস ফুড।'
এটা পুরো ভারতীবাসীরই প্রাণের কথা। এর অর্থ হলো, জীবন বাঁচানোর জন্য আগে চাই খাদ্য, তারপর ধর্ম।
বিজেপি জনগণের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা না করে, অর্থাৎ চাকরির ব্যবস্থা না করে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। তাতে জনগণ ক্ষুব্ধ হয়েছে। তার প্রমাণ, খোদ অযোধ্যায় যেখানে তারা রামমন্দির নির্মাণ করেছে, সেই আসনেই বিজেপি হেরেছে।
ক্ষোভ আরও বেড়েছে, যখন উপলব্ধি করেছে, দলটি তাঁদের জমি কেড়ে নিয়ে করপোরেট মালিকদের দিতে চাইছে। উপলব্ধি করেছে, দলটি তাঁদের বন্ধু নয়, বন্ধু সে ধনীদের।
দলিত, আদিবাসী, অনগ্রসর শ্রেণি ইত্যাদি মিলিয়ে ভারতে এদের সংখ্যা ৫২ শতাংশ।
চাকরিতে ও স্কুল-কলেজে ভর্তিতে তাদের কোটা সংরক্ষণের প্রস্তাব করেন প্রথমে ১৯৫৫ সালে কাললেলকার কমিশন ২৫-৪০ শতাংশ ও পরে ১৯৮০ সালে মণ্ডল কমিশন ২৭ শতাংশ।
বিজেপি জনগণকে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে জয় লাভ করার সুযোগ দিতে আহ্বান করেছিল, যাতে তারা সংবিধান পরিবর্তন করতে পারে। তাদের খায়েশ ছিল, ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর ও সংরক্ষণ তুলে দেওয়ার।
রাহুল নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস ও অন্যান্য দল এই বিষয়টি জনগণকে বুঝিয়েছে। সে প্রচার জনগণ বিশ্বাস করেছে ও বিজেপির এমন বিজয় রুখে দিয়েছে।
হিন্দু রাষ্ট্রের নমুনা আমরা কিছুটা দেখেছি নেপালে রাজার শাসনের আমলে। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সর্বোচ্চ বর্ণ ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করেছেন মুখ থেকে আর শূদ্র তথা নিম্নবর্ণ সৃষ্টি করেছেন পা থেকে, অতএব ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণকে সবচেয়ে উঁচু আসনে বসিয়ে রাজ্যের সব নিয়মনীতি প্রণয়ন করতে হবে।
উদাহরণস্বরূপ, ব্রাহ্মণকে কোনো মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না, তা সে যত বড় অপরাধই করুন না কেন। তাঁর কারাদণ্ড হবে বড়জোড় তিন বছর ইত্যাদি।
হিন্দু রাষ্ট্রের এই ভয়ংকর রূপ যাঁরা জানেন, তাঁরা এই আধুনিক বিজ্ঞান, যুক্তি ও মানবিকবাদের পরাকাষ্ঠার যুগে ধর্ম-রাষ্ট্র সমর্থন করতে পারেন?
এ রকম একটি অমানবিক, বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা শূদ্র তথা দলিত, আদিবাসী, অনগ্রসর শ্রেণি মেনে নেবে, এটা ভাবার কারণ কী?
৭০ বছর ধরে ভারত যে প্রতিষ্ঠানগুলো তিল তিল করে গড়ে তুলেছিল, নরেন্দ্র মোদি সরকার পুলিশ বিভাগ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন এমনকি হিস্ট্রিক্যাল রেকর্ড কমিশনেও দলীয় লোক নিয়োগ দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে ফেলছে।
মোদি সরকারের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ, শিকাগো ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক রঘু রাজন যিনি নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি মোদির 'ডিমনিটাইজেশন' নীতি অনুমোদন করেননি বলে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
অথচ এই নীতি ব্যাপক ক্ষতি করেছে অর্থনীতির। দুর্নীতি রোধের নামে এই নীতি আদতে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের হাজার হাজার কোটি রুপি হস্তগত করার সুযোগ করে দিয়েছে।
পক্ষান্তরে, সীমাহীন দুর্ভোগে পড়েছিল দেশের সাধারণ মানুষ। এটাও ভোটাদাতারা মনে রেখেছে। ভারতীয় ভোটাদাতাদের সচেতনতার মাত্রার প্রশংসা করতেই হবে। তাঁরা মনে রেখেছেন, মোদি কী কী প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, গ্রামে-গঞ্জে মানুষের আয় দ্বিগুণ করবেন, বেকারত্বে হার অর্ধেকে নামাবেন আর মূল্যস্ফীতি সহনীয় মাত্রায় রাখবেন।
বাস্তবে মোদি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন।
পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির পরাজয়, ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের কাছে হিন্দি ভাষার আগ্রাসন ও হিন্দুত্ববাদ তথা 'এক দেশ, এক জাতি, এক ধর্ম, এক ভাষা' তত্ত্বের পরাজয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়।
এই তত্ত্বে পশ্চিমবঙ্গবাসী আতঙ্কিত। তারা হিন্দির আগ্রাসনকে রুখে দিতে চেয়েছে।
দ্বিতীয়ত, মমতা সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোতে, বিশেষ করে নারীরা উপকৃত হয়েছেন।
তাই মমতা সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি সত্ত্বেও জনগণ তাদের ভোট দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের জন্য একটি শিল্পভিত্তি নির্মাণ করার পরিবর্তে টাকা খরচ করছেন জনতুষ্টিবাদী প্রকল্পে, যা রাজ্যকে শুধু পিছিয়েই দিচ্ছে, দিন দিন বেকারত্বও বাড়ছে। ভোটের রাজনীতির এ এক সর্বনাশা রূপ বটে। আধুনিক কালের সবচেয়ে প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদ, প্রফেসর কেইন্স লিখেছে, 'ইন দ্য লং রান উই অল আর ডেড,' অর্থাৎ দীর্ঘ মেয়াদে আমরা সবাই মৃত। মানুষ নগদ কী পেল, এটাই বিবেচনা করে ভোট প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। ভারত চাঁদের দক্ষিণ গোলার্ধে যান পাঠিয়েছে, ভারতের অর্থনীতির আয়তন অচিরেই চতুর্থ বৃহত্তম হচ্ছে, শেয়ারবাজারের আকৃতি হংকংকে ছাড়িয়ে গেছে, ২০২৪-এর প্রথম কোয়ার্টারে প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ৮%, এসব গল্পে জনগণের কিচ্ছু যায় আসে না। কারণ, এসব গল্প তাদের জীবনকে স্পর্শ করে না। তারা চাকরি চায়, তারা দয়া-দাক্ষিণ্য চায় না; বরং নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজে রোজগার করতে চায়, তারা খাদ্য চায়, ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা চায়, যুবতী মেয়ের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র চায়, ভালো ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতে চায় আর চায় একটু বিশ্রাম, ঘুম ও সুস্থ বিনোদন।
পুঁজিবাদের চরম প্রকাশ ঘটেছে যে মার্কিন দেশে, সেখানেও ৯২ সালে বিল ক্লিনটন ক্ষমতায় এসেছিলেন জর্জ বুশের বিরুদ্ধে 'দ্য ইকোনমি, স্টুপিড' স্লোগান দিয়ে। কারণ ভারতীয় জনগণের মতো মার্কিন জনগণও বাঁচার মতো বাঁচতে চায়, যার জন্য দরকার অর্থ।

ড. এন এন তরুণ ইউনিভার্সিটি অব বাথ, ইংল্যান্ড। সাউথ এশিয়া জার্নালের এডিটর অ্যাট লার্জ।
সৌ: প্র: আ:

উইলিয়াম আর রোডস ও স্টুয়ার্ট পি এম ম্যাকিন্টোশ

চিন-মার্কিন ঝগড়া বিশ্বব্যবস্থাকে যেভাবে বদলে দেবে

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী জ্যানেট এল ইয়েলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনসহ অন্য মার্কিন কর্মকর্তারা বেশ কয়েক দফায় চীন সফর করার পরও যুক্তরাষ্ট্র-চীন উত্তেজনা রয়ে গেছে। অধিকাংশ অমীমাংসিত বিষয়ে উভয় পক্ষের দ্বিমত থাকতেই পারে, কিন্তু সংলাপ চালিয়ে যাওয়া ভূরাজনীতির একটি অপরিহার্য অংশ।
গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের ওপরের সারির রাজনীতিবিদদের তাইওয়ান সফর এবং যুক্তরাষ্ট্রের আকাশ থেকে চীনা গোয়েন্দা বেলুন ভূপাতিত করার ঘটনার পর দুই দেশের মধ্যে যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা তৈরি করেছিল, তা কূটনীতির ক্ষেত্রে বিপজ্জনক অস্থিতিশীলতা তৈরি করেছিল। কারণ, যখন দুটি বিবদমান পক্ষ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা বন্ধ করে দেয়, তখন সংঘাতের ঝুঁকি বেড়ে যায়। কিন্তু ২০২৪ সালের মাঝামাঝিতে এসে সম্পর্কের গভীর চিড় সারাইয়ের ক্ষেত্রে সংলাপের অক্ষমতা প্রমাণিত হচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধ ইস্যুতে দুই দেশের অবস্থান, জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে তাদের মধ্যকার উদ্বেগ ও বাণিজ্য উত্তেজনার কারণে সৃষ্ট অচলাবস্থার কারণে এই প্রধান পরাশক্তি দুটির সংঘাত চলতে থাকবে বলে মনে হচ্ছে।
চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মুখ দেখাদেখি বন্ধের কারণে বিভিন্ন বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান, ফোরাম ও সংস্থা বেশি ক্ষতির মুখে পড়বে। এর জেরে আঞ্চলিক জোটের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে। এই বসন্তে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের বৈঠকে কিছু দুর্বলতা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। বৈঠক শেষে সাধারণত বিবৃতি জারি করা হয়। কিন্তু এবারের বৈঠক শেষে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল কমিটি তা জারি করেনি।
ইতিমধ্যে জি-২০ আগের চেয়ে আরও বেশি বিভক্ত হয়েছে এবং সংগঠনটির কার্যকারিতা আরও কমে গেছে। ২০০৮ ও ২০০৯ সালে বৈশ্বিক মহামন্দার পর জি-২০ যেভাবে দ্রুতগতিতে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ায় পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে মাঠে নেমেছিল, এখনকার মন্দাবস্থা মোকাবিলা ও সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে তাদের মধ্যে সে ধরনের তাগিদ দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, এটি ঠিক যে জি-২০ এখনো বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন করছে এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞরা কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনও করেছেন। কিন্তু ২০১৪ সালে রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে নেওয়ার পর গ্রুপটিতে যে ফাটল দেখা দিয়েছিল, পরবর্তী সময় সে ফাটল আরও গভীর হয়েছে। ফলস্বরূপ জি-২০-কে এখন আর বিশ্বকূটনীতির প্রধান ফোরাম বলা যাচ্ছে না।
চীনের এই ক্রমবর্ধমান শক্তিকে ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছে, তা স্পষ্টতই অকার্যকর ও বেশ পিছিয়ে থাকা পদক্ষেপ।
জি-৭-কে আবার জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তেমন হেলদোল নেই।
আর এর ফাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে চীনের উদ্যোগে দাঁড় করানো ব্রিকস প্লাস সংগঠনটি আরও শক্তিধর হয়ে উঠেছে। এটি এখন মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থাকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এটি এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করছে, যেখানে একটি উদীয়মান শক্তি আন্তর্জাতিক আধিপত্যকে স্থানচ্যুত করার হুমকি দিয়ে বিবদমান শক্তিগুলোকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
প্রথমে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে ব্রিকস গঠিত হলেও চীনের উদ্যোগে এই গ্রুপে এখন মিসর, ইথিওপিয়া, সৌদি আরব, ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতকে যুক্ত করা হয়েছে।
এর মাধ্যমে চীন মূলত বৈশ্বিক দক্ষিণে এমন একটি বিকল্প বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, যা পশ্চিমাদের বিশ্বব্যবস্থাকে মোকাবিলা করতে সক্ষম একটি ভূরাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে শক্তিশালী ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করবে।
২০২৪ সালে এসে দেখা যাচ্ছে, ব্রিকস প্লাসের দেশগুলোর হাতে বিশ্বব্যাপী জিডিপির ৩৬ শতাংশের মালিকানা আছে। তাদের জনসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ।
ইউরোপীয়দের নেতৃত্বাধীন আইএমএফ এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার সামর্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে চীন যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এটিকে তারই অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। চীন বৈশ্বিক দক্ষিণকে এক করে নিজের নেতৃত্বে নিতে পারবে কি না, তা এখনই বলা যাবে না। আমেরিকা নিশ্চিতভাবেই তেমনটা আশা করে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো অন্যরা ব্রিকস প্লাসকে একটি নতুন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখছে।
চীনের এই ক্রমবর্ধমান শক্তিকে ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছে, তা স্পষ্টতই অকার্যকর ও বেশ পিছিয়ে থাকা পদক্ষেপ।
জি-৭-কে আবার জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তেমন হেলদোল নেই।
ফলে এই গ্রুপের পক্ষে উদীয়মান অথচ শক্তিশালী ব্রিকস প্লাসকে ঠেকানো কঠিন হবে। আর ব্রিকস প্লাসের দুর্দমনীয় গতি বৈশ্বিক দক্ষিণকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে পারে, যা পশ্চিমা ব্যবস্থার যথার্থ বিকল্প শক্তি হয়ে উঠবে। আর সেটি হলে গোটা বিশ্বব্যবস্থারই খোল নলচে বদলে যাবে।
উইলিয়াম আর রোডস ব্যাংকার টু দ্য ওয়ার্ল্ড: লিডারশিপ লেসনস ফ্রম দ্য ফ্রন্ট লাইনস অব গ্লোবাল ফাইন্যান্স বইয়ের লেখক এবং *স্টুয়ার্ট পি এম ম্যাকিন্টোশ গ্রুপ অব থার্টির নির্বাহী পরিচালক*
ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

গরমে প্রথম দিনে স্কুলে উপস্থিতির হার খুব কম

সন্ন্যাসী কাউরী ● পাঁশকুড়া

আপনজন: গরমের কারণে দীর্ঘদিন পর সোমবার স্কুল খুললেও প্রথম দিনে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার খুবই কম । তীব্র গরমে হাঁসফাঁস করতে থাকে শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে ছাত্রছাত্রী সকলেই। তীব্র গরমের ফলে বেশ কয়েকজন ছাত্র অসুস্থও হয়ে পড়ে। তীব্র গরমের হাত থেকে রক্ষা পেতে দুপুরের বদলে সকালে স্কুল করার দাবী তোলে ছাত্র-ছাত্রীরা । উল্লেখ্য, গত ৩ রা জুন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য স্কুল খোলা হলেও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কুল খোলা হয় ১০ জুন সোমবার থেকে। এদিন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার খুবই কম। তীব্র গরমের কারণেই ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসতে পারেনি বলে মনে করছেন শিক্ষা মহলের একাংশ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর পাটনা হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির একটি ছাত্র তীব্র গরমের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ক্লাসের মধ্যে মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেলে তাকে অফিসে নিয়ে আসা হয় এবং পরে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। তীব্র গরমে হাঁসফাঁস করতে থাকে স্কুলের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা। তাদের দাবি আগামীকাল থেকে মর্নিং স্কুল করা হোক। জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মর্নিং স্কুলের দাবি তোলে। পাঁশকুড়া ব্লকের রানিহাটি হাইস্কুলে ৪০০ জন ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে এদিন মাত্র ৩০ থেকে ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী স্কুলে আসে। ওই স্কুলের এক শিক্ষকের কথায় তীব্র গরমের কারণে ফুলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার কমেছে। অভিভাবকরা বলছেন দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকার ফলে পড়াশোনার অনেকটাই ক্ষতি হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের । পড়াশোনার যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্য সকালে স্কুল করার দাবি তোলেন তারা।

ফাইন আর্ট স্কুলে আর্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড কর্মসূচি

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: মগরাহাট আর্টিস্ট ফোরাম ও রাজা একাডেমী ফাইন আর্ট স্কুলে আর্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রাম'২৪ হয়ে গেল।
অসিফা লস্কর,মগরাহাট:- দঃ ২৪ পরগনার মগরা হাট থানার এক নম্বর স্টেশনের পিছনে আর্টিস্ট ফোরাম ও রাজা একাডেমি ফাইনালস স্কুলের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আর্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রাম ২০২৪ হয়ে গেল ৯ জুন বেলা একটা থেকে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত।
ওয়ার্কশপ, কাগজ ও কাপড়ের উপরে ফেব্রিক পেইন্টিং, সেমিনার, এক্সিবিশন, আর্ট কম্পিটিশন, আর্ট ফেস্টিভাল, আর্ট কেম ও অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রাম।এছাড়া ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আবৃত্তি, একক নিত্য ও সমবেত নৃত্য সহ মুখাভিনয়, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন ও গুণীজন সংবর্ধনা।
মগরা হাট আর্টিস্ট ফোরামের শুভ উদ্বোধক ছিলেন সম্মানীয় অতিথি সেলিম লস্কর, মগরাহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। ছিলেন সাংবাদিক কিংশুক ভট্টাচার্য, ওবায়দুল্লাহ লস্কর, জাহাঙ্গীর দেওয়ান, দিলীপ ঘোষ, হেদায়েতুল্লাহ পুরকাইত, বাইজিদ মন্ডল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আঃ রফিক সেখ, মোঃ আসিফ মীর, মেঘা পুরকাইত, বাচ্চু শেখ, তসলিমা বিবি, শানু লস্কর, ঋতুপর্ণা, নাসির উদ্দিন সাঁফুই সুজাউদ্দিন ফকির।
অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু ও সুন্দর সঞ্চালনা করেন জাহাঙ্গীর দেওয়ান ও সাবিরুল খাঁন।

আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি উৎসব আলো ট্রাস্টের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও সর্বভারতীয় সামাজিক সংগঠন "আলো ট্রাস্ট"-এর উদ্যোগে "আন্তর্জাতিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি উৎসব ২০২৪"-এর আয়োজন করা হয়েছিল। আলো ট্রাস্টের চেয়ারম্যান কমল কৃষ্ণ কুইলা জানান, এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ৯ই জুন ২০২৪ রবিবার বিকাল ৪ টায় কলকাতার নর্থ দমদম পৌরসভা অডিটোরিয়ামে। উদ্বোধক হিসাবে ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষক ও রবীন্দ্র গবেষক তথা শিক্ষারত্ন তথা মেদিনীপুররত্ন ডঃ বিবেকানন্দ চক্রবর্তী, অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী দেবদীপ চট্টোপাধ্যায়, আসাম শিলচরের বরাককণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক, সন্তোষ চন্দ, বিশ্বতোষ দেব, প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ দুলাল চন্দ্র প্রামাণিক, বিবেকানন্দ আদক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন প্রফেসর ডঃ পুস্পিতা মুখার্জী, ওড়িশার লোককবি বিদ্যুৎ, অনুরাধা সেন, শিক্ষিকা তথা সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতি বাপি রায়, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুজিত কুমার ঘোষ প্রমুখ।

মানিকচকে কংগ্রেস কর্মী খুনের ঘটনার পর এলাকা থমথমে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: মালদার মানিকচকের জেসারত টোলা কংগ্রেস কর্মীকে নৃশংস খুনের ঘটনার পর এখনো এলাকায় পরিবেশ থমথমে।ফাঁকা রাস্তা জনমানব শূন্য। শুধু তাই নয় রাস্তায় রাখাল সহ পশুর পর্যন্ত দেখা নেই। এমনকি যারা নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ ওয়াক্তে নামাজ পড়তে যান তারা ও বাড়িতে নামাজ সেরে নিচ্ছেন। মসজিদ পর্যন্ত ফাঁকা। মসজিদে একা বসে রয়েছেন ইমাম। অন্যদিকে আকমল হোসেনের মা তরতাজা ছেলের খুনের ঘটনার পর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছেন। কোন রকমে লুকিয়ে আত্মীয়স্বজন আসছে দেখা করতে। তাও ঘরের ভেতরে বসে থাকছে। বাড়ির আঙিনা সহ বারান্দা ফাঁকা পড়ে রয়েছে।এলাকায় টহল দিচ্ছে পুলিশ। এখনো অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়নি। এই নিস্তব্ধতা কি কোন বড়সড়ো ঘটনার ইঙ্গিত দিচ্ছে? যে কোন সময় উত্তেজনা ছড়াতে পারে। মালদা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মানিকচক বিধানসভার অধীন গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জেশারত টোলা। কংগ্রেস সমর্থক পরিবারের যুবক কংগ্রেস কর্মী আকমাল সেখ(২২)চেষ্টা করছিলেন পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনী বা মিলিটারিতে চাকরির।সেই মত প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বাবা পেশায় কৃষক।শনিবার রাত্রিবেলা বাড়ি ফেরার সময় তাকে রাস্তার ধারে একটি আম বাগানের নৃশংস ভাবে খুন করা হয়।ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিক তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী তাকে কোপায়।অভিযোগ ওঠে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নাসির শেখ ও তার দলবলের বিরুদ্ধে।ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তরা গা ঢাকা দিয়েছে।ঘটনার প্রতিবাদে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মালদার মানিকচক থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়।ঘটনার বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলেও এলাকায় রয়েছে থমথমে পরিবেশ।
জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পরিষ্কার অভিযোগ করা হয়েছে এলাকার বর্তমান বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র প্ররোচনায় এই এলাকা উত্তপ্ত হচ্ছে।গ্রেপ্তারের দাবি করা হয়েছে। পাল্টা তৃণমূলের দাবি এই ঘটনার সাথে রাজনীতির কোনো যোগাযোগ নেই।

বর্ষায় ঘরে জল পড়ে, দারিদ্র্যতাকে হারিয়ে জয়েন্টে বাজিমাত জায়েদের

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন:ভাঙ্গা ঘরে যেন চাঁদের আলো। অর্থের অভাবে বাইরে পড়াশুনা করতে যেতে না পারলেও দারিদ্র্যতার সংসারে বাড়িতে বসে অনলাইনে কোচিং নিয়ে পড়াশুনা করেই জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা তথা WBJEE পরীক্ষায় বাজিমাত মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের নতুন লোহরপুর গ্রামের ছাত্র জায়েদ আনসারীর। সম্প্রতি প্রকাশিত WBJEE পরীক্ষার ফলাফলে ৬৬০ র‍্যাঙ্ক করেছেন ওই ছাত্র। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসে একটি ঘরের মধ্যেই বসবাস করে বাড়ির সকলের সঙ্গে থেকে পড়াশুনা করেই চমকপ্রদ সাফল্য এসেছে জায়েদের।
সামশেরগঞ্জের নতুন লোহরপুর গ্রামের আজাদ হোসেন ও মুনিরা বিবির এক মেয়ে ও দুই ছেলের মধ্যে বড় জায়েদ আনসারী। বাবা পেশায় একটি কাপড়ের দোকানের কর্মচারী। মা বিড়ি শ্রমিক। সামান্য টাকায় সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হয় বাবা আজাদ হোসেনকে। বাড়িতে একটি মাত্র ঘর। তাও আবার টালির। ছোট্ট বারান্দার মধ্যেই রান্না বান্না। বর্ষার দিনে চরম কষ্টে দিন গুজরান করতে হয় তাদের। রাতে বৃষ্টির জলে ভিজে যায় ঘড়। তিন ছেলে মেয়েকে নিয়ে এভাবেই কষ্ট করে জীবন যাপন করতে হয়। এরই মাঝে সামশেরগঞ্জের চাচন্ড বি জে হাইস্কুল থেকেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে জায়েদ আনসারী। তারপরেই শুরু জয়েন্ট এন্টার্সের প্রস্তুতি। বেশ কিছুদিন বাড়ি থেকে প্রস্তুতি নিলেও সমস্যা হওয়ায় জঙ্গিপুরের মামার বাড়ি ছুটে যায় জায়েদ। সেখান থেকে কিছুদিন পড়াশুনা করেই পরীক্ষায় বসে সে। তাতেই কার্যত বাজিমাত করে জায়েদ আনসারী। ফলাফলে ৯৩.৯১৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে ৬৬০ র‍্যাঙ্ক করেছে জায়েদ।

এদিকে এত সুন্দর রেজাল্ট হওয়ার পরেও পড়াশুনা নিয়ে অনিশ্চিত অবস্থা তৈরি হয়েছে জায়েদ আনসারীর। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি সেক্টরে ভর্তি হতে চাইলেও আর্থিক অনটনে কোন দিকে এগোবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না পরিবারের সদস্যরা। ছেলের রেজাল্ট নিয়ে সাময়িক উচ্ছসিত হলেও কিভাবে তাদের এই মেধাবী ছাত্রের পড়াশোনা চালিয়ে যাবেন বাবা-মা তার চিন্তাই ঘুম বন্ধ হয়েছে তাদের।

বাঁকুড়ায় ৪২ ডিগ্রি, স্কুল খুললেও গরমে হাঁসফাঁস দশা পড়ুয়াদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: প্রবল গরমে হাঁসফাঁস দশা জেলার মানুষের, তার মাঝেই সরকারি নির্দেশিকা মেনে খুলল স্কুল। উপস্থিতির হার হাতে গোনা, স্কুলে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ছে পড়ুয়া থেকে শিক্ষক অনেকেই। জোরালো হচ্ছে মর্নিং স্কুলের দাবি। বাঁকুড়ার তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রী ছাড়িয়েছে। সঙ্গে দোসর চড়া রোদ। এমনিতেই হাঁসফাঁস দশা জেলার মানুষের। আর এরই মাঝে আজ সরকারি নির্দেশিকা মেনে খুলল স্কুল। প্রতিটি স্কুলেই পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার হাতেগোনা। যারা স্কুলে এসেছে তারাও অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। অসুস্থ হয়ে পড়ছেন শিক্ষক শিক্ষিকারাও। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ক্রমশ জোরালো হচ্ছে মর্নিং স্কুলের দাবী। কোথাও আবার স্কুলের ছুটি বৃদ্ধির দাবীও জোরালো হচ্ছে।
প্রবল দাবদাহে পুড়ছে পশ্চিমের জেলাগুলি। গতকালই বাঁকুড়ার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রীর কোঠা পার করে ফেলে। সঙ্গে বাতাসে মাত্রাতিরিক্ত জলীয় বাষ্পের উপস্থিতির কারনে চূড়ান্ত অস্বস্তিতে সাধারণ মানুষ। দক্ষিনবঙ্গের জন্য বৃষ্টির আশার কথা এখনো শোনাতে পারেনি আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে এমন অস্বস্তিকর আবহাওয়া দক্ষিণবঙ্গে স্থায়ী হতে পারে আরো কয়েকদিন। এরই মাঝে সরকারি নির্দেশিকা মেনে আজ থেকে খুলে গেল সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলি। স্কুল নিয়ম মেনে খুললেও প্রবল গরমের জেরে জেলার প্রায় প্রতিটি স্কুলেই পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল হাতেগোনা। যে সমস্ত পড়ুয়ারা এদিন স্কুলমূখী হয়েছিল তাদের কেউ কেউ এদিন অসুস্থও হয়ে পড়ে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের একাংশও অস্বস্তিকর গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এই পরিস্থিতিতে ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবক এমনকি শিক্ষক শিক্ষিকাদের তরফে ক্রমশ জোরালো হচ্ছে মর্নিং স্কুলের দাবী। কোথাও আবার ছুটি বৃদ্ধির দাবিও উঠেছে।

তোর্সার জলের স্রোতে অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো ভেসে গেল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: তোর্সা নদীর উপর ফাঁসিরঘাট এলাকায় অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো তৈরি হয় প্রতিবছর জেলা শহরের সঙ্গে কোচবিহার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের লাখ লাখ মানুষের যোগাযোগ রাখার জন্য। বর্ষার মৌসুমে সেই অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছে। তাই এখন বাধ্য হয়ে প্রত্যহ পারাপারকারী হাজার হাজার মানুষের শহর কোচবিহারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে দীর্ঘ সতেরো কিমি ঘুর পথে । সদ্য লোকসভা নির্বাচনে ডান- বাম উভয় প্রার্থীদের তরফে প্রতিশ্রুতি ছিল নির্বাচনে জিতলে সেতু তৈরি করে দেওয়ার। এবারে নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। জেতার পর তিনি জানিয়েছেন, লক্ষ্য এখন ফাঁসির ঘাটে সড়ক সেতু নির্মাণ। এই ফাঁসিরঘাটে সড়ক সেতু নির্মাণের আন্দোলন করে আসছে ফাঁসিরঘাট সেতু আন্দোলন কমিটি। কমিটির সভাপতি কাওসার আলম ব্যাপারী বলেন, আমরা আশাবাদী ফাঁসির ঘাটে সড়ক সেতু নির্মাণের ব্যাপারে।

সোনার গয়না ভর্তি ব্যাগ ফেরত দিয়ে সততা অটোচালকের

আসিফ রনি ● বহরমপুর

আপনজন: অটো চালক আকবরের মানবিকতা দেখে অবাক হয়ে যাবেন আপনিও। সোনা ও টাকা ভর্তি ব্যাগ পেয়েও ফিরিয়ে দিলেন সেই ব্যাগ।
জানা যায় অটোচালক আকবর শেখ বহরমপুরের শিয়ালমারা এলাকার বাসিন্দা। সে খাগড়াঘাট স্টেশন থেকে বহরমপুর পর্যন্ত অটো করে যাত্রী নিয়ে আসা-যাওয়া করেন। বহরমপুর অটো স্ট্যান্ডের সামনে সে যখন তার অটো স্ট্যান্ডে লাগাবেন বলে গাড়িতে উঠতে যান সে সময় লক্ষ্য করে সিটে পড়ে রয়েছে একটি ব্যাগ। ব্যাগ খুলতেই দেখা যায় সেই ব্যাগে রয়েছে সোনার গয়না ও টাকা। তৎক্ষণাৎ আকবর শেখ মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের বহরমপুর সদর ট্রাফিকে জানান এবং সেই ব্যাগ জমা দেন। বহরমপুর সদর ট্রাফিকের পুলিশ কর্মকর্তারা ব্যাগের মালিককে খুঁজে বের করে তার ৪-৫ ভরি সোনার গয়না ও তিন থেকে চার হাজার নগদ টাকা সমেত তার ব্যাগ ফিরিয়ে দেন। ব্যাগ ফিরে পেয়ে পুলিশের কাছে হাটপাড়ার বাসিন্দা রওসোনা বেগম জানান শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবার বাড়ি যাচ্ছিলেন। অটোতে ব্যাগ ভুলে চলে যান।
তিনি বলেন অটোচালক এবং ট্রাফিক পুলিশের সততায় আমি মুগ্ধ, আমার যখন খেয়াল পরে ব্যাগ হাতে নাই তখন থেকেই পাগলের মত খুঁজে বেড়াই। আমাকে ফোন করে জানানো হয় যে আমার ব্যাগ বহরমপুর বাস স্ট্যান্ড ট্রাফিক অফিসে জমা আছে। ব্যাগের মালিক রওসোনা বেগম তিনি বারবার অটোচালক আকবর শেখ এবং বহরমপুর সদর ট্রাফিক কে ধন্যবাদ জানান।

ভাঙন কবলিত গ্রামে কৃষি যন্ত্রাদি ভাড়া কেন্দ্র

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: কাজের সূত্রে মালদা গ্রামীন এলাকার বেশিরভাগ মানুষ ভিন রাজ্যে পাড়ি দেন, পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে ভিন রাজ্যেতে নিজের এলাকার চেয়ে বেশি উপার্জন করেন।
এর ফলে মালদার কৃষিতে শ্রমিকের অভাব ঘটে যখন ধান এবং পাট কাটার সময় হয় তখন শ্রমিক পাওয়া যায় পাওয়া যায় না,পেলেও অনেক বেশি মূল্য দিতে হয় এর কারণে কৃষকদের কৃষিতে লাভ অনেকটাই কমে যায়।
কৃষকদের এই সমস্যা মিটানোর জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিকরার অর্থ অনুকূল্যে এবং উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ মালদা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে সহযোগিতায় রতুয়ার বিলাইমারি অঞ্চলের বন্যা এবং ভাঙ্গন কবলিত রামায়নপুর গ্রামে ভর্তুকি মূল্যে চাষের যন্ত্র ভাড়া দেওয়ার কেন্দ্র চালু করল। এই কেন্দ্রে পাওয়া যাবে আধুনিক ধান এবং গম কাটা মেশিন ,ডাল ভাঙ্গানো মেশিন, স্প্রে করা মেশিন,চাষ দেওয়া যন্ত্র এবং আরো অনেক ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি।
চাষের যন্ত্র ভাড়া দেওয়ার কেন্দ্র উদ্বোধনে করলেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ শিক্ষা অধিকর্তা প্রফেসর প্রভাত কুমার পাল এবং যন্ত্র ভাড়া দেয়া কেন্দ্রের জমিদাতা শিক্ষক সঞ্জীব মন্ডল।
এই অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি প্রফেসর পাল বলেন' মালদার এই এলাকার প্রান্তিক চাষীদের জন্য আমরা খুব অল্প মূল্য কৃষি যন্ত্রপাতি ভাড়া দিয়ে তাদের আর্থিক লাভের জন্য আমদের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র চেষ্টা করছে।

শিক্ষার্থীদের প্রেরণায় শিক্ষামূলক আলোচনা

এম মেহেদী সানি ● বসিরহাট

আপনজন: বিশেষজ্ঞদের মতে পুঁথিগত বিদ্যা চর্চার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের উত্তরনের পথ দেখাতে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা খুবই জরুরী। সেইমতো বসিরহাটের 'কাটিয়াহাট আল-হেরা একাডেমী' এবং ওই প্রতিষ্ঠানেরই মাদ্রাসা বিভাগ 'কাটিয়াহাট আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া'য় নিয়মিত মাসে দু'দিন শিক্ষার্থীদের প্রেরণায় শিক্ষামূলক আলোচনা সভা করার সিদ্ধান্ত নিল কর্তৃপক্ষ।
শুক্রবার প্রথম দিন এই সভার সূচনা হয়। এ দিনের আলোচনা সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট মোটিভেশনাল স্পিকার আবেদীন হক আদি। বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি ছাত্রদের ভবিষ্যৎ দিশা ও তার বাস্তবায়নের নানা দিকনির্দেশনা দেন। বিভিন্ন শিক্ষামূলক ছোটগল্প তুলে ধরে তাঁদের অনুপ্রাণিত করেন। আদির মতে, ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানের পাশাপাশি তাদেরকে প্রতিনিয়ত সঠিক স্বপ্ন দেখানো গেলে প্রকৃত মানুষ করে তাঁদের জীবনের সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। প্রেরণাদায়ী বক্তব্য শুনে ছাত্ররা উৎসাহিত হয়ে নিজেদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। সভায় উপস্থিত ছিলেন 'কাটিয়াহাট আল-হেরা একাডেমি'র সম্পাদক হাজী আকবর আলি সরদার, ডিরেক্টর বিশিষ্ট শিক্ষক আবুসিদ্দিক খান, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হাফেজ আবু বকর সরদার সহ সমস্ত শিক্ষকরা। রাজ্যে শিক্ষা মানচিত্রে বেসরকারি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে 'আল-হেরা'র নাম জুড়তে আরো একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চলেছেন বলে জানিয়েছেন হাজী আকবর আলি সরদার, আবুসিদ্দিক খানরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভোটে হার দেখে বিজেপি পঞ্চায়েত পাল্টে গেল তৃণমূলে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সদ্য লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের পাশাপাশি বীরভূম জেলার দুটি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবার ফলে বিজেপি নেতৃত্বের কপালে চিন্তার ভাঁজ। ভোটের ফলাফল প্রকাশের একসপ্তাহ পার হতে না হতেই বিজেপি কর্মীদের দলের প্রতি মোহভঙ্গ।সেরূপ এক ঘটনার প্রেক্ষিতে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব পর্যন্ত বিমর্ষ। বিজেপির গড় হিসেবে পরিচিত বীরভূমের সিউড়ি ১ নম্বর ব্লকের করিধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েত। জেলার বুকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি যে কয়েকটি পঞ্চায়েত দখলে নেয় তারমধ্যে অন্যতম ছিল করিধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েত। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন ১৭ টি। যারমধ্যে বিজেপি নয়টি আসন দখল করে এবং সর্বাধিক আসন পেয়ে বোর্ড গঠন করেছিল। এতদিন ধরে কড়িধ্যা এলাকা বিজেপির গড় বলে পরিচিত। সেই গড়েই এবার ভাঙ্গন ধরল বিজেপির অন্দরে।লোকসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণার সাথেই দেখা যায় বঙ্গ বিজেপির ভরাডুবি হয়েছে। আর এরই প্রভাব পড়ল সিউড়ি এক নম্বর ব্লকের বিজেপির দখলে থাকা করিধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতে। সোমবার এই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত হওয়া উপ-প্রধান সহ এক সদস্য তৃণমূলে যোগদান করেন। আর এর ফলেই এই পঞ্চায়েতটি হাতছাড়া হয়ে গেল বিজেপির। সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরীর হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেন বিজেপি উপ-প্রধান সঞ্জীব বাগদী এবং বিজেপি সদস্য বরুণ অংকুর। তারা জানান বিজেপিতে থেকে কোন উন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছিল না,তাই তৃণমূলে যোগ। বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী এদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বলেন আজ থেকে কড়িধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে এল। ১৭ টির মধ্যে ১০টি আসন এখন তৃণমূলের দখলে ।

কামড় দেওয়া সাপ ধরে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন বধূ

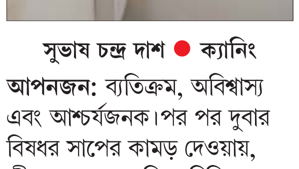

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: ব্যতিক্রম, অবিশ্বাস্য এবং আশ্চর্যজনক।পর পর দুবার বিষধর সাপের কামড় দেওয়ায়, জীবন্ত সাপ ধরে নিয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে হাজীর হলেন বধু।সাতসকালে এক গৃহবধুর হাতে জীবন্ত সাপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় হাসপাতালের অন্যান্য রোগী,রোগীর পরিবার পরিজন সহ চিকিৎসকরা।সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানার অন্তর্গত গঙ্গাধরপুর গ্রামে।বর্তমানে ওই বধু ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সিসিইউ বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
স্থানীয় ও হাসপাতাল সুত্রে জানা গিয়েছে কুলতলি থানার অন্তর্গত গঙ্গাধরপুর গ্রামের বধু পূর্ণিমা হালদার।মুশারি টাঙিয়ে ঘুমিয়েছিলেন।ভোর নাগাদ ঘুম থেকে উঠে তাঁর স্বামী কাজে গিয়েছিলেন।গৃহবধুর অলক্ষ্যে একটি কালাচ সাপ আমচকা বধুর বিছানায় ঢুকে পড়েছিল।বধুকে পর পর দুবার কামড় দেয়।সাপে কামড় দিয়েছে বুঝতে পারেন। এরপর ওই বধু তাঁর পরিবারের সদস্যদের ঘুম ভাঙিয়ে ঘটনার কথা বলেন।

এমবাপ্পে-গ্রিজমানদের নিয়েও ‘পুঁচকে’ কানাডাকে হারাতে পারল না ফ্রান্স

আপনজন ডেস্ক: ইউরোর আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে বড় ধাক্কা খেল ফেবারিট ফ্রান্স। দলের শীর্ষ তারকাদের নিয়েও কানাডার মতো অপেক্ষাকৃত দুর্বল শক্তির দলকে হারাতে পারেনি তারা। ম্যাচ শেষ হয়েছে গোলশূন্য ড্রয়ে। ফ্রান্স না পারলেও জয় দিয়ে প্রস্তুতি শেষ করেছে ইতালি। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ইউরোর বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

চোট শঙ্কা থাকায় বোর্দোতে কিলিয়ান এমবাপ্পেকে বেঞ্চে রেখেই একাদশ সাজান ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশম। এ সময় অলিভিয়ের জিরুকে নাম্বার নাইন পজিশনে রেখে দুই পাশের উইংয়ে খেলান উসমান দেম্বেলে ও মার্কোস থুরামকে।

আর প্লে-মেকারের ভূমিকায় রাখেন আতোয়াঁন গ্রিজমানকে। ইউরোর আগে দলকে নানা ফরমেশনে বাজিয়ে দেখতেই মূলত এ কৌশল দেশমের। যদিও শেষ পর্যন্ত এ কৌশলে ভালো খেলতে পারেনি ফ্রান্স।

কানাডার বিপক্ষে বেশ সংগ্রাম করেছে দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। আক্রমণ ও সুযোগ তৈরিতে কানাডার চেয়ে এগিয়ে থাকলেও বল দখলে কানাডা রীতিমতো ফ্রান্সের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে। ফ্রান্স এ ম্যাচে ৫১ শতাংশ বলের দখল রেখে ১৩ শটের ৪টি লক্ষ্যে রেখেছে, বিপরীতে কানাডা ৪৯ শতাংশ বলের দখল রেখে ৭টি শট নিলেও কোনোটিই লক্ষ্যে রাখতে পারেনি।

গোলের জন্য সংগ্রাম করতে থাকা দলকে ইতিবাচক ফল এনে দিতে ৭৪ মিনিটে দেম্বেলের বদলি হিসেবে মাঠে নামেন এমবাপ্পে। কিন্তু বাকি সময়ে এমবাপ্পেও ম্যাচে কোনো পার্থক্য গড়তে পারেননি। গোল না পেলেও বল পায়ে কিছু কারিকুরি দেখিয়ে ঠিকই মুগ্ধতা ছড়ান এ ফরোয়ার্ড। ১৭ জুন ডুসেলডর্ফে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ইউরো অভিযান শুরু করবে ফ্রান্স। ‘ডি’ গ্রুপে তাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস ও পোল্যান্ড।

একই রাতে ডেভিড ফ্রাত্তেসির একমাত্র গোলে বসনিয়াকে হারিয়েছে ইতালি। ম্যাচে দাপুটে ফুটবল উপহার দিলেও শেষ পর্যন্ত একটির বেশি গোল পায়নি লুসিয়ানো স্পালেত্তির দল। ইউরো সামনে রেখে স্পালেত্তিও এ ম্যাচে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ইউরোতে ইতালি নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ১৬ জুন আলবেনিয়ার বিপক্ষে। ‘মৃত্যুকূপ’ স্বীকৃতি পাওয়া গ্রুপ ‘বি’তে ইতালির অন্য দুই প্রতিপক্ষ হচ্ছে স্পেন ও ক্রোয়েশিয়া।

পাকিস্তানের পর ইংল্যান্ডও বিপদে, স্কটল্যান্ডের বড় জয়

আপনজন ডেস্ক: সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রানার্সআপ হওয়া পাকিস্তান এখন বিপদে। যুক্তরাষ্ট্রের পর ভারতের কাছেও হেরে বাবর আজমদের সুপার এইটে ওঠা শঙ্কায়।

একই বিপদে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডও। জস বাটলারদের গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ পড়ার শঙ্কা বাড়িয়ে তুলেছে তাদেরই প্রতিবেশী স্কটল্যান্ড। ইংল্যান্ডের সঙ্গে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে এক পয়েন্ট পাওয়া স্কটিশরা নামিবিয়ার পর কাল হারিয়ে দিয়েছে ওমানকেও। তিন ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে স্কটল্যান্ড এখন ‘বি’ গ্রুপের শীর্ষে। দুই ম্যাচের দুটিতে জিতে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অস্ট্রেলিয়া। আর সমান ম্যাচে ইংল্যান্ডের সম্বল মাত্র এক পয়েন্ট। ইংল্যান্ড তাদের পরবর্তী দুই ম্যাচে জিতলেও পয়েন্টের দিক থেকে স্কটল্যান্ডকে পেছনে ফেলতে পারবে না। আর স্কটল্যান্ড যদি অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারে, তবু নেট রান রেটে তাদের এগিয়ে থাকার সম্ভাবনা। এই মুহূর্তে স্কটল্যান্ডের নেট রান রেট +২.১৬৪, অস্ট্রেলিয়ার +১.৮৭৫ আর ইংল্যান্ডের -১.৮০০।

স্কটল্যান্ডের রান রেট বাড়ার বড় কারণ ওমানের বিপক্ষে দাপুটে জয়। অ্যান্টিগায় ভিভ রিচার্ডস স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে ওমান তোলে ৭ উইকেটে ১৫০ রান। রান তাড়ায় স্কটল্যান্ড লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ৪১ বল আর ৭ উইকেট হাতে রেখেই। ১১ ছক্কা আর ১৩ চারে তোলা এই রানের মধ্যে তিনে নামা ব্রান্ডন ম্যাকমুলেন খেলেন ৬১ রানের অপরাজিত ইনিংস। তাঁর ৩১ বলে খেলা ইনিংসে ছিল ৯টি চার ও ২টি ছয়। ওপেনিংয়ে জর্জ মানসি খেলেন ২ চার ও ৪ ছয়ে ২০ বলে ৪১ রানের ইনিংস।

পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা স্কটল্যান্ড গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে রোববার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ইংল্যান্ডের বাকি দুই ম্যাচ শেষ হয়ে যাবে এর আগেই। বৃহস্পতিবার ওমানের বিপক্ষে, ১৫ জুন প্রতিপক্ষ নামিবিয়া। এ দুটি ম্যাচে বড় ব্যবধানের জয় তুলে কি নেট রান রেট বাড়িয়ে নিতে পারবে জস বাটলারের দল? তবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামার আগেই স্কটল্যান্ড জেনে যাবে, কী ব্যবধানে হারলেও সুপার এইট নিশ্চিত হবে তাদের।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ওমান: ২০ ওভারে ১৫০/৭ (আঠাবলে ৫৪, খুশি ১০, ইলিয়াস ১৬, মাকসুদ ৩, কাইল ৫, আইয়ান ৪১*, মেহরান ১৩, রফউল্লাহ ০, শাকিল ৩*; ওয়াট ৪-০-২৫-১, হুইল ৪-০-১৯-১, সোল ৪-০-৪১-১, শরীফ ৪-০-৪০-২, লিস্ক ৩-০-২১-০, গ্রিভস ১-০-২-১)।

স্কটল্যান্ড: ১৩.১ ওভারে ১৫৩/৩ (মানসি ৪১, জোনস ১৬, ম্যাকমুলেন ৬১*, বেরিংটন ১৩, ক্রস ১৫*; বিলাল ২.১-০-১২-১, শাকিল ২-০-২৩-০, কলিমউল্লাহ ২-০-১৭-০, ইলিয়াস ৩-০-৪১-১, মেহরান ১-০-১৬-১, মাকসুদ ২-০-২২-০, আইয়ান ১-০-২০-০)।

ফল: স্কটল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ: ব্রান্ডন ম্যাকমুলেন।

২০২৪ বিশ্বকাপের দল পরিচিতি

আফগানিস্তান: বিশ্বকাপের কালোঘোড়া

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের সে অর্থে বড় সাফল্য বলতে ২০১৬ সালে আইসিসির সহযোগী সদস্য হিসেবে দুই পূর্ণ সদস্য জিম্বাবুয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে জয়।

এরপর আইসিসির পূর্ণ সদস্যপদ পেয়েছে তারা, কিন্তু সহযোগী সদস্য ছাড়া আর কোনো দেশকে হারাতে পারেনি আফগানরা। তবে সংস্করণ যখন টি-টোয়েন্টি, তখন বিশ্বকাপে তাদের বিপজ্জনকই ধরে নিতে হয়। গত আসরে বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছিল দুটি ম্যাচ, বাকি তিন ম্যাচের মধ্যে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার কঠিন পরীক্ষাই নিয়েছিল আফগানিস্তান।

অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মিশেলে গড়া দলটির সামর্থ্য কতখানি, তা গত বছর ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপেই দেখা গেছে। দু-একটি সুযোগ হাতছাড়া না করলে কিংবা গ্লেন ম্যাক্সওয়েল অতিমানবীয় এক ইনিংস না খেললে ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেও উঠতে পারত তারা। কন্ডিশন বিবেচনায় এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানদের চমক দেখানোর সম্ভাবনা আরও বেশি। বোলিংয়ে বরাবরই আফগানিস্তানের শক্তির জায়গা স্পিন।

গ্রুপ পর্বে প্রথম দুই ম্যাচ আবার স্পিনবান্ধব উইকেট হিসেবে পরিচিত গায়ানায়। স্পিন বিভাগের মতো এবার এবার দলকেও নেতৃত্ব দেবেন রশিদ খান। সঙ্গী হিসেবে পাচ্ছেন অভিজ্ঞ মোহাম্মদ নবী ও মুজিব উর রেহমানকে। এ ছাড়া আছেন বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার নুর আহমেদ। দলে আছেন অন্তত ছয়জন অলরাউন্ডার। তরুণ নানগায়াল খারোতি ও মোহাম্মদ ইসহাককে দলে নিয়ে চমকও দিয়েছে তারা।

আফগানিস্তানের ব্যাটিং লাইনআপটাও মন্দ নয়। নিজের দিনে রহমানউল্লাহ গুরবাজ একাই গুঁড়িয়ে দিতে পারেন যেকোনো বোলিং আক্রমণ। সময়ের সঙ্গে আরও পরিণত হয়ে ওঠা ইব্রাহিম জাদরান পরিস্থিতি অনুযায়ী এক প্রান্ত আগলে রাখার পাশাপাশি মেরেও খেলতে পারেন।

মিডল অর্ডারে বড় ভরসা নবী; সঙ্গে নজিবউল্লাহ জাদরান ও আজমতউল্লাহ ওমরজাই তো আছেনই। আর শেষ দিকে ঝড় তোলায় অধিনায়ক রশিদও বেশ পারদর্শী। সেদিক থেকে সবচেয়ে বড় দুর্বলতাটা পেস বোলিংয়ে। দলে স্বীকৃত পেসার নাভিন উল হক, ফজলহক ফারুকি ও ফরিদ মালিক। নাভিন ও ফারুকি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোয় নিয়মিত। গত বিশ্বকাপে ফরিদের পারফরম্যান্সটা সুবিধার না হলেও এরপর উন্নতি করেছেন ভালোই। ফারুকির উন্নতিও চোখে পড়ার মতো। কিন্তু ডেথ ওভারে খেই হারিয়ে ফেলার অভ্যাস আছে তাঁর। নিয়মিত ইয়র্কার করতে পারা নাভিনের ওপরই বড় ভরসা আফগানিস্তানের।

সামর্থ্য বিবেচনায় নবাগত উগান্ডা ও মাত্র দ্বিতীয়বার বিশ্বমঞ্চে খেলতে আসা পাপুয়া নিউগিনির সঙ্গে ফেবারিট আফগানিস্তানই। তাদের বিপক্ষে প্রত্যাশিত জয়ের সঙ্গে ‘সি’ গ্রুপের অন্য দুই দল সহ-আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর নিউজিল্যান্ডের যেকোনো একটিকে টলাতে পারলে পরের রাউন্ডের দুয়ার খুলে যাবে আফগানদের। আফগানিস্তানের বিশ্বকাপ স্কোয়াডের আট জন খেলেছেন সদ্য সমাপ্ত আইপিএলে। এতেই স্পষ্ট টি-টোয়েন্টিতে আফগান খেলোয়াড়দের কদর কতখানি। তবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ২০১৬ সালের ওই বড় অর্জনটা এবার আফগানিস্তান ছাড়িয়ে যেতে পারে কি না, দেখার বিষয় সেটিই।

স্কোয়াড

রশিদ খান
অধিনায়ক, লেগ স্পিনার, অলরাউন্ডার
মোহাম্মদ নবী
অলরাউন্ডার
নজিবউল্লাহ জাদরান
বাঁহাতি ব্যাটসম্যান
গুলবদিন নাইব
অলরাউন্ডার
রহমানউল্লাহ গুরবাজ
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
ইব্রাহিম জাদরান
ব্যাটসম্যান
আজমতউল্লাহ ওমরজাই
অলরাউন্ডার
মোহাম্মদ ইসহাক
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
করিম জানাত
বোলিং অলরাউন্ডার
নানগায়াল খারোতি
অলরাউন্ডার
মুজিব উর রেহমান
অফ স্পিনার
নুর আহমেদ
বাঁহাতি লেগ স্পিনার
নাভিন-উল-হক
পেসার
ফজলহক ফারুকি
বাঁহাতি পেসার
ফরিদ আহমেদ মালিক
বাঁহাতি পেসার

আর্জেন্টিনাকে জেতালেন মেসি নয় দি মারিয়া

আপনজন ডেস্ক: কোপা আমেরিকার প্রস্তুতিতে ইকুয়েডরের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচটি ছিল লিওনেল মেসির ফেরার ম্যাচও। এল সালভাদর ও কোস্টারিকার বিপক্ষে সর্বশেষ দুটি প্রীতি ম্যাচে চোটের কারণে খেলা হয়নি মেসির। তবে আজ এই মহাতারকার মাঠে নামার নিশ্চয়তা আগেই দিয়েছিলেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। সে ধারাবাহিকতাতেই দ্বিতীয়ার্ধের ৫৬ মিনিটে দর্শকদের উল্লাসের মধ্যে মাঠে নামেন মেসি। প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে মেসি গোল না পেলেও জয় পেয়েছে আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টাইন মহাতারকা মাঠে নামার আগেই জয়সূচক গোলটি করেন অভিজ্ঞ উইঙ্গার আনহেল দি মারিয়া। ৪০ মিনিটে করা তাঁর গোলটিই ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। ১-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে আর্জেন্টিনা।

আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ইকুয়েডর সর্বশেষ জয় পেয়েছিল ৯ বছর আগে। ২০১৫ সালে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের সেই ম্যাচের পর এ নিয়ে ৭ ম্যাচ খেললেও কোনোটিতে জিততে পারেনি ইকুয়েডর, ড্রও করেছে শুধু একটি ম্যাচে।

আজ শিকাগোর সোলজার ফিল্ড স্টেডিয়ামে ৪-৩-৩ ক্ল্যাসিক ফরমেশনে ম্যাচ শুরু করে আর্জেন্টিনা। অন্যদিকে ইকুয়েডর শুরু করে ৩-৩-২-২ ফরমেশনে। তবে বিভিন্ন সময় রক্ষণে শক্তি বাড়িয়ে ৩-৫-২ ফরমেশনেও খেলতে দেখা যায় দলটিকে।

এদিন প্রথম মিনিট থেকেই আনহেল দি মারিয়া ও হুলিয়ান আলভারেজকে দেখা যায় হাইপ্রেস করে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে। অন্যদিকে শক্তিশালী লো ব্লক তৈরি করে আর্জেন্টিনার আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করে ইকুয়েডর। পাশাপাশি পাল্টা আক্রমণেও চোখ ছিল ইকুয়েডরের। ১০ মিনিটে একটি সুযোগও তৈরি করে তারা। যদিও সেই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। প্রীতি ম্যাচ হলেও ধীরে ধীরে এই ম্যাচে উত্তাপও বাড়তে থাকে। হুটহাট দুই দলের মধ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল, যদিও তা বড় কোনো সমস্যা তৈরি করেনি। ১৯ ও ২১ মিনিটে পরপর দুটি সুযোগ তৈরি করে আর্জেন্টিনা, তবে সেগুলো গোলে রূপান্তরিত হয়নি। ৩০ মিনিটে গোলের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা। তবে এবারও হতাশ হতে হয় কোপা আমেরিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের। গোল না পেলেও একের পর এক আক্রমণে ইকুয়েডরের রক্ষণকে কোণঠাসা করে রাখে আর্জেন্টিনা। শেষ পর্যন্ত যার ফল তারা পায় ম্যাচের ৪০ মিনিটে। রদ্রিগো দি পলের কাছ থেকে বল পেয়ে ক্রিস্টিয়ান রোমেরো বাড়িয়ে দেন দি মারিয়াকে। দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে বল জালে পাঠিয়ে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেন কোপা আমেরিকার পর অবসর নিতে যাওয়া দি মারিয়া। ৪৪ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটিও প্রায় পেয়ে গিয়েছিলেন এই আর্জেন্টাইন তারকা। তবে ফ্রি-কিকে তাঁর শট অল্পের জন্য জালের ঠিকানা খুঁজে নিতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই সাইডলাইনের কাছাকাছি জায়গায় গা গরম করতে দেখা যায় মেসিসহ একাধিক আর্জেন্টাইন ফুটবলারকে। আর যথারীতি এ সময়ও মাঠের খেলায় দাপট ছিল আর্জেন্টিনার। বারবার আক্রমণে গিয়ে ইকুয়েডরকে চাপে ফেলার চেষ্টা করছিল তারা। ৪৯ মিনিটে সুযোগ তৈরি করেছিল আর্জেন্টিনা। তবে এযাত্রায় পাওয়া হয়নি দ্বিতীয় গোলের দেখা। ৫৬ মিনিটে দর্শকদের হর্ষধ্বনির মধ্যেই দি মারিয়ার বদলি হিসেবে মাঠে নামেন মেসি। আর্জেন্টাইন অধিনায়ক মাঠে নেমেই চেষ্টা করেন নিজের ছাপ রাখতে। তাঁর পায়ে বল যেতেই ‘মেসি’, ‘মেসি’ ধ্বনিতে কেঁপে উঠছিল গোটা স্টেডিয়ামও।

‘ব্যাটিংয়ে আমাদের সঙ্গে যা ঘটেছে, ওদের সঙ্গেও ঘটতে পারে’, রোহিতের জয়ের মন্ত্র ছিল এটাই

আপনজন ডেস্ক: স্কোরবোর্ডে ১১৯ রানের সংগ্রহ নিয়ে মনোবল ধরে রাখা বোলারদের জন্য বরাবরই কঠিন। সেটা যদি ভারত-পাকিস্তানের মতো স্নায়ুক্ষয়ী ম্যাচে হয়, তবে তো কথাই নেই! কিন্তু এই চাপকে জয় করে কঠিন সেই কাজই গতকাল সম্পন্ন করেছে ভারত।

হতাশাজনক ব্যাটিং ব্যর্থতাকে ভুলিয়ে দিয়ে রোহিত শর্মার দলকে দারুণ এক জয় এনে দিয়েছেন বোলাররা। ম্যাচ শেষে নিজেদের ব্যাটিং ব্যর্থতাই পাকিস্তানকে হারানোর পথে বোলারদের উজ্জীবিত করেছে বলে জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। পাশাপাশি জয়ের জন্য রোহিত বিশেষভাবে কৃতিত্ব দিয়েছেন ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যশপ্রীত বুমরাকে। তবে পাকিস্তানকে হারিয়েই আত্মতৃপ্তিতে ভুগতে চান না রোহিত। বলেছেন, এমন মানসিকতা তিনি টুর্নামেন্টের শেষ পর্যন্ত দেখতে চান।

ব্যাটসম্যানরা হতাশ করলেও বোলাররা নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করেছেন জানিয়ে রোহিত বলেন, ‘আমরা ব্যাটিং ভালো করতে পারিনি। ১০ ওভার শেষে আমরা ভালো অবস্থায় ছিলাম। সে সময় ভালো জুটির প্রত্যাশা ছিল। আমরা ১৫-২০ রান কম করেছিলাম, প্রতিটি রানই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের লক্ষ্য ছিল ১৪০ রান করা। তবে বোলাররা তাদের কাজ করেছে। আগের ম্যাচের উইকেটের চেয়ে (আয়ারল্যান্ড ম্যাচের উইকেট) এটা ভালো উইকেট ছিল।’

দলের হার না মানা মানসিকতার কারণে শেষ পর্যন্ত জয়টা এসেছে বলে মনে করেন রোহিত, ‘এই দলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত হার না মানার মানসিকতা আছে। স্কোরবোর্ডে ১১৯ রান নিয়ে আমরা চেয়েছিলাম শুরুতে ধাক্কা দিতে, সেটা পরিনি। তবে ম্যাচের মাঝামাঝি সময়ে আমরা সংগঠিত হয়েছি এবং বলেছি, (ব্যাটিংয়ে) যা আমাদের সঙ্গে ঘটেছে, সেটা ওদের সঙ্গেও ঘটতে পারে। প্রত্যেকের ছোট ছোট অবদানই দলকে জিতিয়েছে। যে-ই বল করেছে, চেয়েছে পার্থক্য গড়ে দিতে।’

এ সময় আলাদা করে বুমরার কথা মনে করিয়ে দেন রোহিত। ১৪ রানে ৩ উইকেট নিয়ে এ পেসারই মূলত পার্থক্য গড়ে দিয়েছেন। তবে সামনের ম্যাচগুলোতেও বুমরার কাছ থেকে এমন পারফরম্যান্স দেখতে চান ভারত অধিনায়ক, ‘বুমরা ম্যাচের সঙ্গে প্রতিনিয়ত উন্নতি করেছে। আমি তাকে নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না, আমরা বিশ্বকাপের শেষ পর্যন্ত এ মানসিকতা দেখতে চাই। বল হাতে সে দুর্দান্ত।’

কঠিন চ্যালেঞ্জ জয়ে ভারতের ১২তম সদস্য হিসেবে ছিলেন সমর্থকেরা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাঁরা দলকে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। সমর্থকদের কৃতিত্ব দিয়ে রোহিত বলেছেন, ‘সমর্থকেরাও দারুণ ছিল। তারা কখনো হতাশ করেনি। আমরা পৃথিবীর যেখানেই খেলি না কেন, অনেক সমর্থক হাজির হয়েছে ও আমাদের সমর্থন দিয়েছে। তারা নিজেদের মুখে হাসি নিয়ে বাড়ি ফিরতে পেরেছে। এটা মাত্রই টুর্নামেন্টের শুরু, আমাদের অনেক দূর যেতে হবে।’

লামিচানে অবশেষে বিশ্বকাপে, খেলবেন বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা না পাওয়া সন্দীপ লামিচানেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজে পাঠাচ্ছে নেপাল। বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের শেষ দুটি ম্যাচে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলবেন তিনি। আজ এক সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে খবরটি নিশ্চিত করেছে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব নেপাল (সিএএন)।

এবারের বিশ্বকাপে নেপালের প্রথম দুটি ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু ধর্ষণ মামলায় দণ্ডিত ও পরে খালাস পাওয়া লামিচানেকে ভিসা দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। এ নিয়ে সরকারি পর্যায়ে চেষ্টা করেও লামিচানের যাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়নি।

লামিচানেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজে পাঠানোর খবর নিশ্চিত করে সিএএন লিখেছে, ‘(যুক্তরাষ্ট্রের) ভিসা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরও লামিচানে নেপালের দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে অংশগ্রহণ করবেন, যা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে হচ্ছে।’

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চূড়ান্ত দল ঘোষণার শেষ তারিখ ছিল ২৫ মে। গত ১৫ মে নেপালের একটি আদালত লামিচানেকে ধর্ষণ মামলায় খালাস দেওয়ার আগেই আইসিসির কাছে ১৪ সদস্যের দল জমা দিয়েছিল নেপাল। একটি জায়গা ফাঁকা রাখা হয় লামিচানের জন্য। কাঠমান্ডু পোস্ট জানিয়েছে, এ কয় দিন দলের সঙ্গে ট্রাভেলিং রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবে থাকা প্রতিশ জিসির স্থলাভিষিক্ত হবেন লামিচানে।

শোয়েব আখতার বললেন, ‘আমি হতবাক, হতাশ এবং বেদনাহত’

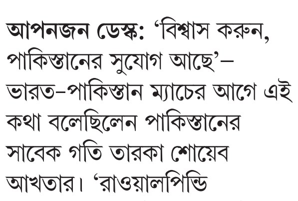

আপনজন ডেস্ক: ‘বিশ্বাস করুন, পাকিস্তানের সুযোগ আছে’—ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে এই কথা বলেছিলেন পাকিস্তানের সাবেক গতি তারকা শোয়েব আখতার। ‘রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস’খ্যাত এই সাবেক এই ফাস্ট বোলারের কথামতো সেই সুযোগ পাকিস্তান সৃষ্টিও করেছিল। কিন্তু শেষে গিয়ে নিজেরাই সেই সুযোগ নষ্ট করে হেরেছে মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটা। বোলারদের তৈরি করে দেওয়া মঞ্চকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা। পৌঁছাতে পারেনি ১২০ রানের লক্ষ্যেও।

এই হারের পর নিজের হতাশা লুকাতে পারেননি ম্যাচের আগে সবাইকে আশাবাদী হতে বলা শোয়েবও। বলে বলে রানের ম্যাচটি পাকিস্তান যেভাবে হেরেছে, সেটা যেন মানতেই পারছেন না বিশ্বের দ্রুততম এ বোলার। নিজের এক্স অ্যাকাউন্ট ও ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া ভিডিও বার্তায় হতাশার কথা তুলে ধরেছেন তিনি। পাশাপাশি পাকিস্তান কি আসলেই সুপার এইটের আগে বাদ পড়ার যোগ্য কি না, সে প্রশ্নও রেখেছেন সাবেক এ পেসার।

নিজের এক্স অ্যাকাউটে দেওয়া ভিডিও বার্তায় হতাশ শোয়েব বলেছেন, ‘পুরো দেশ হতাশ। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। তোমাদের একে অপরের জন্য খেলতে হতো, দেশের জন্য খেলতে হতো। ম্যাচ জেতার আকাঙ্ক্ষাটা দেখাতে হতো। হতাশাজনক। পাকিস্তান কি আসলে সুপার এইটের আগে বিদায় নেওয়ার মতো দল? সৃষ্টিকর্তা জানেন। এই প্রশ্নটা আমি আপনাদের জন্য রাখছি। আপনারা সিদ্ধান্ত নিন।’

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**